POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

তুমি কি অবগত নহ, আল্লাহ্ এমন সত্তা যে আকাশ-মণ্ডল এবং পৃথিবীর আধিপত্য তাঁহারই? তিনি যাহাকে চাহেন শাস্তি দেন এবং যাহাকে চাহেন ক্ষমা করিয়া দেন, বস্তুতঃ আল্লাহ্ সকল বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

(আল মায়েদা: ৪১)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْد
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 6

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫৭৫ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 28

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

15 জুলাই, 2021 ● 4 যুল হাজ্জাহ 1442 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

১৩৫১) হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে লোকেরা একটি জানাযার পাশ দিয়ে অতিক্রান্ত হল। তারা মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করলে রসুলুল্লাহ (সা.)বললেন: আবশ্যিক হয়ে গেল। এরপর তারা অপর একটি মৃতদেহের পাশ দিয়ে অতিক্রান্ত হল। তারা মৃতব্যক্তির নিন্দা করল। [নবী (সা.) বললেন:] আবশ্যিক হয়ে গেল। হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) বললেন: কি জিনিস আবশ্যিক হয়ে গেল? রসুলুল্লাহ্ (সা.) বললেন: তোমরা যার প্রশংসা করলে, তার জন্য জান্নাত অনিবার্য হয়ে গেল আর তোমরা যার নিন্দা করলে তার জন্য আগুন অনিবার্য হয়ে গেল। তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'লার সাক্ষী।

১৩৬৮) আবুল আসওয়াদ থেকে বর্ণিত আছে, ' আমি মদীনায় আসি, যখন কি না সেখানে রোগ ছড়িয়ে পড়েছিল। আমি হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর কাছে বসে ছিলাম। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তির জানাযা অতিক্রান্ত হলে লোকেরা তার প্রশংসা করল। হযরত উমর (রা.) বললেন: অনিবার্য হলে গেল'। আরও একজনের জানাযা অতিক্রান্ত হলে তারও প্রশংসা করা হয়। হযরত উমর (রা.) বললেন: অনিবার্য হয়ে গেল। তৃতীয় এক ব্যক্তির জানাযা অতিক্রান্ত হলে তার নিন্দা করা হয়। (হযরত উমর) বললেন: অনিবার্য হয়ে গেল।' আবুল আসওয়াদ বলেন: 'আমি বললাম: হে আমীরুল মোমেনীন! কি জিনিস অনিবার্য হলে গেল?' তিনি উত্তর দিলেন: 'আমি সেকথাই বলেছি যা নবী (সা.) বলেছিলেন। যে মুসলমানের পক্ষে চারজন ব্যক্তি প্রশংসাসূচক সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন।' আমি বললাম: 'যদি তিনজন সাক্ষ্য দেয়? তিনি বললেন: তিনজন হলেও।' আমরা বললাম: যদি দুইজন সাক্ষ্য দেয়?' তিনি বললেন: দুইজন হলেও। ' অতঃপর আমরা তাঁকে একজন সাক্ষীর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি নি।'

(সহী বুখারী, ২য় খণ্ড)

কাগজে লেখা নামের কি মূল্য আছে? সেই নাম আসে, একসময় আবার তা চলেও যায়। কিন্তু উর্ধ্বলোকে যে নাম লেখা হয় তা কখনও মুছে যায় না, এর প্রভাব চির অক্ষয় হয়ে থাকে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

আর্থিক কুরবানি কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

যদি কোন ব্যক্তি আত্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে চাঁদা দেয় কিম্বা আমাদের কোন ধর্মীয় প্রয়োজনে আর্থিকভাবে অংশগ্রহণ করে, তবে নিশ্চয় জেনে রেখো এমন ব্যক্তি জাগতিক খ্যাতি ও নামডাকের অভিলাষী। কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহ্ তা'লার জন্য এই পথে পদচারণা করে এবং ধর্মের সেবায় অবিচল থাকে, সে এ নিয়ে মোটেই ভাবিত হয় না। জগতের খ্যাতির কোন মূল্য নেই। সেই নামেরই মূল্য আছে যা আকাশে লেখা হয়। কাগজে লেখা নামের কি মূল্য আছে? সেই নাম আসে, একসময় আবার তা চলেও যায়। কিন্তু উর্ধ্বলোকে যে নাম লেখা হয় তা কখনও মুছে যায় না, এর প্রভাব চির অক্ষয় হয়ে থাকে। আমার অনেক নিষ্ঠাবান বন্ধু আছে, যাদেরকে তোমরা হয়তো খুব কমই চেন, কিন্তু তারা সব সময় আমার সঙ্গ দিয়েছে। যেমন- আমি উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি যে, মির্যা ইউসুফ বেগ সাহেব আমার অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্ত বন্ধু। আমি তাঁর কথা উল্লেখ করলাম যাতে এভাবে ভাইয়েদের মাঝে পরিচিতি ও ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। মির্যা সাহেব সেই যুগ থেকে আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন যখন আমি নিভৃত জীবন যাপন করতাম। আমি দেখেছি, তাঁর অন্তর নিষ্ঠা ও ভালবাসায় পরিপূর্ণ, সর্বক্ষণ জামাতের সেবার জন্য তাঁর মধ্যে এক প্রকার উদ্দীপনা কাজ করে। এমনই আরও অনেক বন্ধু আছেন, সকলেই নিজের নিজের ঈমান এবং মারেফাত অনুসারে নিষ্ঠা ও অকুণ্ঠ ভালবাসায় আপ্লুত।

যতক্ষণ দৃঢ় ঈমান অর্জিত না হয় কিছুই সম্ভব নয়

যদিও আমি জানি যে ব্যবহারিক অর্থে ধর্মসেবার সৌভাগ্য ধীর গতিতে লাভ হয়। কিন্তু এতে সন্দেহ নেই যে যখন ঈমান দৃঢ় হয়, তদনুরূপ মানুষের ব্যবহারিক কর্মও শক্তি লাভ করে। এমনকি এই ঈমানী শক্তি যদি পরিপূর্ণ রূপে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়, তবে এমন মোমেন শহীদের মর্যাদায় উপনীত হয়। কেননা কোন বিষয় তাদের পথে অন্তরায় হতে পারে না। এমন ব্যক্তি নিজের প্রিয় প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না বা পিছপা হয় না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩০৯-৩১০)

এক সময় ইসলাম কুফরকে গ্রাস করত, আর আজ কুফর ইসলামকে গ্রাস করছে। মুসলমানেরাই যখন ইসলাম সম্পর্কে দাবি করছে কখনও এর অমুক নির্দেশটি পালনযোগ্য নয় আবার কখনও অন্য কোনও নির্দেশ নিয়ে এমন দাবি করছে, তখন আর কি বাকি থাকল!

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা ইব্রাহিমের ৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: এই আয়াতে এক অসাধারণ নিয়মের কথা বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, যাবতীয় উন্নতি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সম্পৃক্ত। অভিধানে 'শুকার'-এর যে অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে তা হল অনুগ্রহ স্বীকার করা এবং অনুগ্রহকারীর গুণগ্রাহী হওয়া। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ স্বীকার হয় যখন মানুষ তাঁর দেওয়া বস্তুকে উৎকৃষ্ট উপায়ে এবং যথাযথভাবে কাজে লাগায়। যখন কোন ব্যক্তি কারো প্রদত্ত কোন বস্তু ব্যবহার করে না, তবে তার প্রশংসা করা কেবল বাহ্যিক প্রশংসা করার নামান্তর হবে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হবে না। কৃতজ্ঞতার জন্য সঠিক প্রয়োগও আবশ্যক। এই নিয়ম যাবতীয় উন্নতির চাবিকাঠি। যদি জ্ঞানের সঠিক প্রয়োগ করা হয় তবে জ্ঞান অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে। চোখ, হাত, নাক, কান ইত্যাদি প্রতিটি অঙ্গের যথাযথ প্রয়োগ করা হলে তা অবশ্যই উন্নতি লাভ করবে। এটি একটি সাধারণ নিয়ম, এতে হিন্দু, মুসলিম বা খৃষ্টান বলে কোন ভেদাভেদ নেই। মুসলমানেরা সম্পদের সঠিক প্রয়োগ করে না, তাই তাদের অবনতি ঘটছে। কিন্তু হিন্দু জাতি এর সঠিক প্রয়োগ করার কারণে উন্নতি করছে।

আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। কুরআন করীমকেই দেখ, মুসলমানেরা যখন এর সঠিক ব্যবহার করত, তখন দর্শন, যুক্তিশাস্ত্র, খৃষ্টবাদ, ইহুদি ধর্মমত-কেউই ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বিতার দুঃসাহস দেখাতে পারে নি। কিন্তু আজ বেদ, তওরাত এবং ইঞ্জিল প্রত্যেকে নিজেকে উপস্থাপন করছে। অপরদিকে যুক্তিবাদও আক্রমণোন্মুখ হয়ে আছে। এক সময় ইসলাম কুফরকে গ্রাস করত, আর আজ কুফর ইসলামকে গ্রাস করছে। মুসলমানেরাই যখন ইসলাম সম্পর্কে দাবি করছে কখনও এর অমুক নির্দেশটি পালনযোগ্য নয় আবার কখনও অন্য কোনও নির্দেশ নিয়ে এমন দাবি করছে। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে বিবেক দিন, তারা যেন নিজেদের দোষত্রুটি ইসলামের উপর না চাপায়। একে তো তাদের নিজেদের কর্মের দোষ, কিন্তু মন্দ পরিণামের জন্য কুরআন করীমকে দোষারোপ করে।

(তফসীরে কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৪৭)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৪ (জুন) সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর

৯ জুন, ২০১৪ (অবশিষ্ট রিপোর্ট)

একভদ্রলোক বলেন: তিন বছর পূর্বে ফ্রাঙ্কফোর্টে হুযুরের সঙ্গে আধঘন্টার জন্য কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। জামাত এদেশে নতুন নয়; এখন তো এখানে তৃতীয় প্রজন্ম চলছে। জার্মানীতে বিভিন্ন পরিকল্পনা গৃহীত হচ্ছে। যেমন- হেসেন-এর স্কুলে ইসলামী শিক্ষা দান করা এবং চার্চের সম মর্যাদা হওয়ার যে সৌভাগ্য জামাত লাভ করেছে এর থেকেও অনেক সহজসাধ্যতা সৃষ্টি হয়েছে। আর জার্মানীর স্কুলগুলিতে ইসলামী শিক্ষা প্রদান করা ন্যায়ের দাবি মেনেই। পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ এমন সুবিধা নেই।

এক ভদ্রলোক বলেন: আমি হুযুর আনোয়ারের ভাষণ শুনে প্রভাবিত হয়েছি। তিনি শান্তি ও ভালবাসার বার্তাকে স্পষ্ট করেছেন। আমি এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পেরে কৃতজ্ঞতার আবেগে আপ্লুত হয়েছি। জামাত আহমদীয়া আমাদের এলাকা ও শহরের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কথা বলা অন্য বিষয় কিন্তু নিজেদের ব্যবহারিক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তা দেখানোও আবশ্যক, যার জন্য মসজিদ থাকা জরুরী। তাই আমার মতে এই মসজিদটি এই শহরের জন্য একটি ভাল সংযোজন।

এক ভদ্রলোক বলেন: আমার হৃদয় আনন্দের আবেগে আপ্লুত, কেননা আমার সঙ্গে এমন এক জামাতের পরিচয় হচ্ছে যার মধ্যে অনেক বেশি সহিষ্ণুতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ পাওয়া যায় আর এটিই আমাকে সব থেকে বেশি প্রভাবিত করেছে। আমি আশ্চর্য হয়েছি যে এই শহরের জামাতের সদস্য সংখ্যা মাত্র ১৮৮ জন। অথচ তারা এমন উৎকৃষ্ট মানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পেরেছে। এই বিষয়টি সম্পর্কে আমার একটি ধারণা আছে কেননা, আমি মিউনিখ এফডিপি-র সর্বোচ্চ নেতা, যার সদস্য সংখ্যা এক হাজার। আমার মনে হয় না এক হাজার সদস্য দ্বারা এমন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা সহজ কাজ হবে। এরই ভিত্তিতে আমি এমন উৎকৃষ্ট ব্যবস্থাপনার জন্য আপনাদেরকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।

এক ভদ্রলোক বলেন: নতুন কোন উপাসনাগার তৈরী হওয়া খুব ভাল জিনিস। একটি আন্তর্জাতিক জামাতের নেতা আমাদের এলাকায় এসেছেন, এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হুযুর আনোয়ারের ব্যক্তিত্ব ভীষণ আকর্ষণীয়। তিনি শান্তির বাণী পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। তাঁর এই মসজিদ উদ্বোধন করতে আসা এই জামাতের জন্য বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়।

এক ভদ্রলোক বলেন: আমি ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছি। তাঁর ভাষণ তত্ত্বজ্ঞান সমৃদ্ধ ও চমৎকার ছিল। জামাত আহমদীয়া একটি সুসংগঠিত ও সুব্যবস্থিত জামাত। মানুষ এখানে এসে নিজেকে নিরাপদ মনে করে।

এক ভদ্রমহিলা বলেন: আমি ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছি, বিশেষ করে শান্তি প্রসঙ্গে তিনি যে সমাধান সূত্র পেশ করেছেন। অর্থাৎ পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের উচিত জাতি ও ধর্মের উর্দ্ধে এসে একে অপরকে ভালবাসা, একে অপরের প্রতি শত্রুতা যেন না থাকে। এটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বার্তা আর অনুষ্ঠানও দারুন সফল হয়েছে। আমার এও ভাল লেগেছে যে উক্ত অনুষ্ঠানে কেবল জামাতের লোক বা রাজনীতিকদেরকেই আহ্বান করা হয় নি, প্রতিবেশীদেরকেও আহ্বান করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষ আমন্ত্রিত ছিলেন। আজকের উপস্থিতি দেখেও অনুমান করা যায় যে এখানে একটি জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে।

এক ভদ্রলোক বলেন: এখানে এমন উদারতা পাওয়া যাওয়া খুব ভাল লেগেছে। অর্থাৎ আমরা একটিই সম্প্রদায়। হুযুরের বার্তা ছিল, আমরা যেন পরস্পর শান্তিপূর্ণভাবে থাকি। আর এই বার্তাটি আমার খুব ভাল লেগেছে। যদি পৃথিবীর প্রত্যেক ব্যক্তি এমন চিন্তাধারা পোষণ করে তবে সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। আমার এটিও ভাল লেগেছে যে এখানকার রাজনীতিকরা আপনাদের জামাতের প্রতি সন্তুষ্ট আর লোকে একথা স্বীকার করছে যে আপনাদের জামাত পৃথিবীকে শান্তি ও সহযোগিতা দিতে চায় আর আমার মতে এটি সঠিক পন্থা।

এক রাজনীতিক নিজের চিন্তাধারা ব্যক্ত করে বলেন: আমি ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছি, বিশেষ করে আপনাদের আদর্শবাণী দ্বারা। এর মধ্যে অনেক কিছু লুকিয়ে আছে। এর থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। আমি আশা করি ভবিষ্যতেও এই শিক্ষা বাস্তবায়িত হবে। আমি মসজিদ দেখেছি আর প্রতিবেশীদের সঙ্গেও এবিষয়ে কথা বলেছি। তারা মসজিদটিকে বরণ করে নিয়েছে আমার কাছে একথা পৌঁছেছে যে তাদের পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় আছে। আমি আশা করি, ভবিষ্যতেও এইভাবে ভালবাসা ও সম্প্রীতি বজায় থাকবে। অনুষ্ঠান আমাকে খুব ভাল লেগেছে, অনেক মানুষ এসেছেন।

এক ভদ্রলোক বলেন: অনুষ্ঠানটি আমার ভীষণ ভাল লেগেছে। আমি ভীষণ আনন্দিত যে হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়েছি আর এমন সুযোগ বিশেষ হয়ে থাকে। একথা সর্বজনবিদিত যে আমাদের দেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে আর প্রত্যেকেরই নিজের উপাসনাগার তৈরী করার অধিকার আছে। অনুষ্ঠান বেশ সফল হয়েছে।

এক অতিথি বলেন: আমি ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছি। আমি নিজেও আন্তঃধর্মীয় সংলাপের জন্য কাজ করি। এই কারণে জামাত সম্পর্কে আমি কিছুটা পরিচিত। কিন্তু আজ অনেক কিছুই জানতে পেরেছি। আমি একথা জেনে ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছি যে আপনাদের জামাত আন্তঃধর্মীয় সংলাপের বিষয়ে খুব বেশি জোর দেয়। আমি আনন্দিত যে মিউনিখ-এর কাছাকাছি একত্রিত হওয়ার স্থান রয়েছে। অনুষ্ঠানটি ভীষণ সুব্যবস্থিত ছিল আর জায়গাটিও খুব ভাল। মঞ্চও খুব সুন্দর ছিল, হয়তো এর থেকে ভাল হওয়া সম্ভব ছিল না। সমগ্র বিশ্বে ধর্মীয় স্বাধীনতা একটি মৌলিক বিষয় হওয়া উচিত।

১২ই জুন

জলসা সালানার প্রস্তুতি নিরীক্ষণ

জলসা সালানার প্রস্তুতি এবং ব্যবস্থাপনার জন্য ৭ই জুন সাফাই অভিযান আরম্ভ হয় যা আজ ১২ই জুন পর্যন্ত অব্যাহত আছে। প্রায় ৮০০ খুদ্দাম ও আনসার এই সাফাই অভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন। সাফাই অভিযানের মাধ্যমে জলসা গাহ-এর পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি, ৩ নং হলে খাদ্য, বাসস্থান এবং কয়েকটি অফিস তৈরী করা, বাইরের এলাকায় লঙ্গার খানা, উনুন তৈরী করা, বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা, দেগচি পরিস্কার করার ব্যবস্থা করা, বাজার, স্টোর, লঙ্গার খানা, পার্কিং-এর ব্যবস্থা এবং অন্যান্য বিভাগের ব্যবস্থা, এম.টি.এ স্টুডিও-এর প্রস্তুতি এবং চিকিৎসা সহায়তা কেন্দ্র ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়।

অনুরূপভাবে ৪.৮ কিমি দীর্ঘ বেড়া দেওয়া হয় এবং ৪.৫ কি.মি ছোট আকারের বেড়া দেওয়া হয়। এছাড়াও মহিলাদের জন্য পৃথক জলসা গাহ প্রস্তুতি, মহিলাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, লাজনা হল এবং অফিস তৈরী- এই সব কাজগুলিও ওয়াকারে আমল-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) রেজিস্ট্রেশন ও কার্ড চেকিং সিস্টেম বিভাগ থেকে প্রস্তুতি নিরীক্ষণ আরম্ভ করেন। কার্ড স্ক্যান হতেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ছবি এবং অন্যান্য তথ্য স্ক্রীনে ফুটে উঠে। হুযুর আনোয়ার (আই.) এই বিভাগের ব্যবস্থাপকের কাছ থেকে এর কার্যপ্রক্রিয়া সম্পর্কে আরও কিছু জেনে নেন। এর পর তিনি জলসা সালানা অফিস, অফিস জলসা গাহ এবং খিদমতে খালক অফিস নিরীক্ষণ করেন।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) এম.টি.এ অফিসে আসেন। তিনি সেখানে অডিও ভিডিও বিভাগের অধীনে ফোটোগ্রাফীর প্রস্তুতি কাউন্টারে আসেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) কাউন্টারের লাগানো স্ক্রীনে www.makhzan-e- tasaweer.de ওয়েবসাইট উদ্বোধন করেন। সম্প্রতি এই নতুন ওয়েব সাইটটি চিত্রের মাধ্যমে জার্মানীর জামাতের ইতিহাস সংরক্ষন করার জন্য তৈরী করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ওয়েবসাইটে দুই হাজার চিত্র আপলোড করা হয়েছে আর চৌদ্দ হাজার ঐতিহাসিক চিত্রকে ডিজিটাল রূপে স্ক্যান করা হয়েছে।

এরপর হুযুর আনোয়ার জার্মানীর এম.টি.এ স্টুডিও-র এডিটিং অফিসে আসেন যেখানে জলসা সালানার জন্য নতুন প্রস্তুতকৃত মেইন এনিমেশন স্ক্রীন দেখানো হয়। এরই মাধ্যমে জলসার সরাসরি সম্প্রচার দেখানো হবে।

এরপর হুযুর কন্ট্রোল রূপ নিরীক্ষণ করেন এবং এবছর এর স্থান পরিবর্তনের কারণ জানতে চান। কন্ট্রোল রুমটি বাইরে হওয়ার কারণে গরম থেকে রক্ষা পেতে তিনটি এয়ারকান্ডিশন লাগানো হয়েছে। এরপর হুযুর আনোয়ার জলসা সালানা সরাসরি সম্প্রচারের জন্য প্রস্তুতকৃত দুটি অস্থায়ী স্টুডিও নিরীক্ষণ করেন। এর মধ্যে একটি স্টুডিও এম.টি.এ চ্যানেল নং ২ এবং ৩ এর জন্য এবং দ্বিতীয় স্টুডিওটি ওয়েব স্ট্রীমের মাধ্যমে জার্মানী ভাষার সমস্ত অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য। দুটি স্টুডিওই একত্রে কাজ করতে পারবে।

ওয়েব স্ট্রীমের মাধ্যমে যে সব সম্প্রচার হবে তা থেকে জার্মানী ছাড়া সুইজারল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার জার্মান ভাষাভাষির মানুষও উপকৃত হতে পারবেন।

এম.টি.এ-র বিভিন্ন বিভাগের নিরীক্ষণের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) অনুবাদ বিভাগের নিরীক্ষণ করেন। হুযুরের সামনে রিপোর্ট দেওয়া হয় যে এখানে স্থানীয়ভাবে ১১টি ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেগুলি হল জার্মানী, ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, তুর্কিশ, আরবি, বুলগেরিয়ান, আলবেনিয়ান, বোসনিয়ান, রাশিয়ান, ফার্সি এবং বাংলা।

এর মধ্যে আরবী, ফ্রেঞ্চ এবং বাংলা ভাষার অনুবাদ সরাসরি এম.টি.এ ইন্টারন্যাশনাল থেকে সম্প্রচারিত হবে।

এরপর হুযুর আনোয়ার হিউম্যানিটি ফার্স্ট বিভাগের নিরীক্ষণ

(এরপর ৯ পাতায়..)

জুমআর খুতবা

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী দ্বিতীয় খলীফায়ে রাশেদ ফারুক আযাম হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, প্রদত্ত ১১ জুন, ২০২১, এর জুমুআর খুতবা (১১ এহসান, ১৪০০ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: বিগত খুতবায় হযরত উমর (রা.)-এর বরাতে হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছিল। এ সম্পর্কে এটিও উল্লেখ রয়েছে যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির বিরুদ্ধাচারণ করতে গিয়ে কুরায়েশদের মিত্র বনু বকর যখন মুসলমানদের মিত্র বনু খুযাআর ওপর আক্রমণ করে আর হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রতি তোয়াক্কা না করে কুরায়েশরা অস্ত্রশস্ত্র এবং বাহন দ্বারা বনু বকরকে সহযোগিতা করে, তখন আবু সুফিয়ান মদিনায় আসে এবং হুদায়বিয়ার সন্ধির নবায়ন করার আগ্রহ ব্যক্ত করে। সে মহানবী (সা.)-এর কাছে যায়, কিন্তু মহানবী (সা.) তার কোন কথার উত্তর দেন নি। এরপর সে হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে যায় আর তাঁকে (রা.) অনুরোধ করে, মহানবী (সা.)-এর সাথে কথা বলার জন্য। কিন্তু তিনি (রা.)ও বলেন, আমি এমনটি করব না। এরপর আবু সুফিয়ান হযরত উমর (রা.)-এর শরণাপন্ন হয় এবং তাঁর (রা.) সাথে কথা বলে। তিনি (রা.) উত্তরে বলেন, আমি করব মহানবী (সা.)-এর কাছে তোমার (পক্ষে) সুপারিশ! (বরং) খোদার কসম! আমার কাছে খড়কুটাও যদি থাকে, আমি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করব। (সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৭৩৫) (আল কামিল ফিততারিখ, ২য় খণ্ড,পৃ:১১৫

মক্কা বিজয়ের ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে ড. আলী বিন সালাবী লিখেন, মহানবী (সা.) যখন মাররুয্ যাহরান (নামক স্থানে) পৌঁছেন, তখন আবু সুফিয়ান নিজের সম্পর্কে শঙ্কিত হতে আরম্ভ করে। মহানবী (সা.)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা.) তাকে পরামর্শ দেন, মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে নিরাপত্তা চেয়ে নাও। হযরত আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি আবু সুফিয়ানকে বললাম, তুমি ধ্বংস হও, দেখ! মহানবী (সা.) মানুষের মাঝে উপস্থিত আছেন। আবু সুফিয়ান বলে, আমার পিতামাতা তোমার প্রতি উৎসর্গিত, এ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কী? আমি বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ! যদি তিনি তোমাকে গ্রেফতার করেন, তাহলে নিশ্চিতরূপে তোমাকে হত্যা করবেন। আমার পেছনে খচ্চরের পিঠে উঠে বস, আমি তোমাকে মহানবী (সা.)-এর কাছে নিয়ে যাচ্ছি এবং তোমার জন্য তাঁর কাছে নিরাপত্তা যাচনা করব। হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, সে আমার পেছনে বাহনে আরোহণ করে। আমি যখনই কোন মুসলিম দলের প্রজ্জ্বলিত অগ্নির পাশ দিয়ে অতিক্রম করতাম, তখন তারা জিজ্ঞেস করত, ইনি কে? অর্থাৎ মুসলমানদের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নির পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে জানতে চাইতো, ইনি কে? রাতের বেলা আগুন প্রজ্জ্বলিত ছিল। যখনই তারা মহানবী (সা.)-এর খচ্চর দেখতো আর দেখতো যে, আমি সেই খচ্চরে আরোহিত, তখন তারাই বলত, ইনি মহানবী (সা.)-এর চাচা (এবং) তাঁর (সা.) খচ্চরেই আরোহিত। এমনকি আমি যখন উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের পাশ দিয়ে অতিক্রম করি, তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, ইনি কে? আর তিনি (রা.) আমার পাশে এসে দাঁড়ান। এরপর তিনি (রা.) আবু সুফিয়ানকে দেখামাত্রই বলে উঠেন- আল্লাহ্‌র শত্রু আবু সুফিয়ান! সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র, যিনি কোন প্রকার শর্ত ছাড়াই তোমার ওপর (ইসলামকে) বিজয় দান করেছেন। এরপর হযরত আব্বাস (রা.) আবু সুফিয়ানকে টেনে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন। হযরত উমর (রা.)ও মহানবী (সা.)-এর (তাঁবুতে) প্রবেশ করেন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাকে এর (তথা আবু সুফিয়ানের) শিরচ্ছেদ করার অনুমতি দিন। হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি একে আশ্রয় দিয়েছি। হযরত উমর (রা.) যখন নিজের কথার ওপর জোর দিতে আরম্ভ করেন তখন আমি বললাম, হে উমর! শান্ত হও। আল্লাহ্‌র কসম! সে যদি বনু আদী গোত্রের সদস্য হতো তাহলে তুমি এমন কথা বলতে না আর তুমি জানো যে, সে বনু আবদে মানাফ গোত্রের সদস্য। তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আব্বাস! থাম, আল্লাহ্‌র কসম! তুমি যখন ইসলাম গ্রহণ করেছিলে তখন আমি এতটাই আনন্দিত হয়েছিলাম যে, আমার পিতা খাত্তাবও যদি ঈমান আনত তবুও আমি ততটা আনন্দিত হতাম না। আর আমি জানতাম, খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ করার চেয়ে তোমার ঈমান আনা মহানবী (সা.)-এর নিকট অধিক প্রিয় ছিল। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, হে আব্বাস! আবু সুফিয়ানকে নিজের সাথে করে নিয়ে যাও এবং কাল সকালে নিয়ে এসো।

(উমর ইবনে খাত্তাব, প্রণেতা মহম্মদ আস সালাবি, পৃ: ৫১)

যাহোক, হযরত আব্বাস (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)-এর মধ্যে এই বাক্যবিনিময় হচ্ছিল। অবশেষে মহানবী (সা.) হযরত আব্বাস (রা.)-কেই বলেন, তাকে নিয়ে যাও। আমি নিরাপত্তা দিয়েছি তাই নিয়ে যাও আর তাকে কিছু বলবে না।

আবু বকর বিন আব্দুর রহমান কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, ৭ম হিজরীর শাবান মাসে মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে ত্রিশজন সৈন্যসহ তোরবা নামক অঞ্চলে হাওয়াযেন গোত্রের একটি শাখার প্রতি এক সারিয়া অভিযানে প্রেরণ করেন। তোরবা হচ্ছে মক্কা থেকে দু'দিনের দূরত্বে অবস্থিত একটি বসতি যেখানে বনু হাওয়াযেন (গোত্র) বসবাস করত। যখন দুই দিন প্রভৃতি দূরত্বের কথা উল্লেখ হয়, তা মূলত প্রাচীন যুগের বাহন যেমন ঘোড়া বা উটের (সফরের) বরাতে উল্লেখ হয়। বুরিদা আসলামী কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা.) যখন খায়বারবাসীর বসবাসস্থলের কাছে শিবির স্থাপন করেন তখন তিনি (সা.) হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর হাতে পতাকা তুলে দেন।

(তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২০৬)

দুই দিনের (দূরত্ব) কথার অর্থ হচ্ছে, যখনই দিনের বরাতে কোন বর্ণনা বা ঘটনা আসে সে ক্ষেত্রে। জীবন-চরিতের গ্রন্থসমূহে লেখা আছে, বড় পতাকার উল্লেখ সর্বপ্রথম খায়বারের যুদ্ধে পাওয়া যায়। এর পূর্বে শুধুমাত্র (ঝান্ডা বা) ছোট পতাকা ছিল। আলোচনা চলছিল যে, বুরিদা আসলামী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) যখন খায়বারবাসীর প্রান্তরে অবতরণ করেন তখন তিনি (সা.) হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর হাতে তাঁর পতাকা তুলে দেন। এরপর এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। জীবনী গ্রন্থসমূহে উল্লেখ রয়েছে যে, সর্বপ্রথম খায়বারের যুদ্ধে বড় পতাকার উল্লেখ পাওয়া যায় আর এর পূর্বে শধু মাত্র ছোট পতাকা হতো। মহানবী (সা.)-এর পতাকা ছিল কালো রঙের যা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর চাদর দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। এর নাম ছিল উকাব। তাঁর (সা.) একটি সাদা রঙের পতাকা ছিল যা তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে দিয়েছিলেন। পূর্বে একটি পতাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা কালো রঙের ছিল, যা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)'র চাদর দ্বারা তৈরী করা হয়েছিল এরপর আরেকটি পতাকার উল্লেখ রয়েছে, যা সাদা রঙের ছিল, তিনি (সা.) তা হযরত আলী (রা.)-কে দিয়েছিলেন। একটি পতাকা তিনি (সা.) হযরত হুব্বাব বিন মুনযের (রা.)-কে এবং একটি (পতাকা) হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)-কে দিয়েছিলেন। এছাড়া মহানবী (সা.) যখন খায়বারে আগমন করেন তখন তাঁর (সা.) মাথা ব্যাথা শুরু হয়- যে কারণে তিনি (সা.) বাইরে আসতে পারেন নি। তখন তিনি (সা.) প্রথমে হযরত আবু বকর (রা.)-কে তাঁর পতাকা দেন এরপর সেই একই পতাকা হযরত উমর (রা.)-কে দেন। সেদিন তুমুল যুদ্ধ হলেও মুসলমানরা দুর্গ জয় করতে পারে নি। তখন তিনি (সা.) বলেন, আগামীকাল আমি সেই ব্যক্তির হাতে পতাকা তুলে দিব যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা বিজয় দান করবেন। তদনুযায়ী পরের দিন মহানবী (সা.) সেই পতাকা হযরত আলী (রা.)-এর হাতে তুলে দেন, যার হাতে আল্লাহ্ তা'লা বিজয় দান করেন।

(সুবালুল হুদা ওয়ার রুশশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১২০,১২৪,১২৫)

ইবনে ইসহাক বলেন, আমি ইবনে শাহাব যুহরীর কাছে জানতে চাই, মহানবী (সা.) খায়বারের খেজুর বাগানগুলো কোন কোন শর্তে ইহুদিদের দিয়েছিলেন। যুহরী বলেন, যুদ্ধে মহানবী (সা.) খায়বারে বিজয় লাভ করেন আর খায়বার মালে গণিমতের অংশ ছিল যা মহান আল্লাহ্ মহানবী (সা.)-কে দান করেছিলেন।

এর পঞ্চমাংশ মহানবী (সা.)-এর জন্য নির্ধারিত ছিল যা তিনি (সা.) মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছিলেন এবং ইহুদিদের মধ্যে যারা যুদ্ধের পর দেশান্তরের শর্ত মেনে নিজেদের দু র্গ থেকে বেরিয়ে আসে তখন মহানবী (সা.) তাদেরকে ডেকে বলেন, তোমরা যদি চাও তাহলে এসব সম্পদ তোমাদের কাছে এ শর্তে অর্পণ করা যেতে পারে যে, তোমরা এখানে কাজ করবে এবং এর ফল আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বণ্টন হবে। যদি তোমরা এখানে থাকতে চাও তাহলে এ সম্পদ বণ্টনের শর্তে কাজ হয়ে যাবে। আর আমি তোমাদেরকে সেখানেই রাখব যেখানে আল্লাহ্ তোমাদেরকে রাখবেন। ইহুদিরা (উক্ত) প্রস্তাবে সম্মত হয়। ইহুদিরা সেখানে কাজ করতে থাকে। মহানবী (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)-কে পাঠাতেন, তিনি ঐসব বাগানের ফল বণ্টন করতেন এবং ইহুদিদের জন্য ফল বণ্টনের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার করতেন। এমনটি নয় যে, ভালো ফল নিজের জন্য রেখে দিতেন, বরং ন্যায়পরায়ণতার সাথে বন্টন করতেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা যখন তাঁর নবীকে মৃত্যু দান করেন তখন মহানবী (সা.)-এর পর হযরত আবু বকর (রা.)ও ইহুদিদের সাথে তদ্রুপ ব্যবহার জারী রাখেন যেরূপ রসূলুল্লাহ্ (সা.) করতেন। হযরত উমর(রা.)ও তাঁর খিলাফতের প্রারম্ভে এই ধারাই বহাল রাখেন। অতঃপর হযরত উমর (রা.)জানতে পারেন যে, মহানবী (সা.) মৃত্যুবরণের পূর্বে অন্তিম অসুস্থতার সময় বলেছিলেন, আরব উপদ্বীপে দু'টি ধর্ম একত্রে থাকবে না। হযরত উমর (রা.) এটি যাচাই ও তদন্ত করেন। আর যখন এ বিষয়টি প্রমাণ হয় তখন তিনি খায়বারের ইহুদিদেরকে লিখেন, মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তোমাদের নির্বাসনের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন। আমি এ সংবাদ পেয়েছি যে, মহানবী(সা.) বলেছিলেন, আরব উপদ্বীপে দু 'টি ধর্ম একত্রে থাকবে না। কাজেই, ইহুদিদের মধ্যে যার কাছে মহানবী (সা.)-এর কোন অঙ্গীকারনামা আছে সে যেন তা আমার কাছে নিয়ে আসে, যাতে আমি তার জন্য তা প্রয়োগ করতে পারি। আর যার কাছে মহানবী (সা.)-এর কোন অঙ্গীকারনামা নেই সে যেন দেশান্তরের জন্য প্রস্তুতি নেয়। যদি কেউ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে থাকে, অর্থাৎ মহানবী (সা.) থাকার কোন প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন তাহলে ঠিক আছে, আমি তা পূর্ণ করব। কিন্তু যদি তা না হয় তাহলে তোমাদেরকে এই স্থান ত্যাগ করতে হবে। অতএব, যাদের কাছে মহানবী (সা.)-এর কোন অঙ্গীকারনামা ছিল না হযরত উমর (রা.) তাদেরকে দেশান্তরিত করেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বলেন, আমি, হযরত যু বায়ের বিন আওয়াম (রা.)এবং হযরত মিক্ব দাদ বিন আসওয়াদ (রা.) খায়বারে নিজেদের সম্পত্তি দেখতে যাই এবং সেখানে পেঁ ৗছে আমরা পৃথক হয়ে যার যার সম্পত্তি দেখার জন্য চলে যাই। রাতে আমার ওপর আক্রমণ করা হয় যখন আমি বিছানায় শায়িত ছিলাম। আমার কনুই বাহুজোড়া হতে খুলে যায়। সকালবেলা আমার দু'জন সঙ্গী চিৎকার করে আমার কাছে আসে এবং জিজ্ঞেস করে, তোমার এ অবস্থা কে করেছে? আমি বলি, আমি জানি না। তিনি (রা.) বলেন, তারা দু 'জন মিলে আমার হাত ঠিক করেন। এরপর আমাকে নিয়ে হযরত উমর (রা.)-এর নিকট আসে। হযরত উমর (রা.) বলেন, এটি ইহুদিদের কাজ। অতঃপর তিনি অর্থাৎ হযরত উমর (রা.) মানুষের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদানের জন্য দণ্ডায়মান হন এবং বলেন, হে লোকসকল! মহানবী(সা.) খায়বারের ইহুদিদের সাথে এই শর্তে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন যে, আমরা যখন চাইব তখন তাদরকে বের করে দিব। এখন যেভাবে তোমরা অবগত হয়েছ যে, ইহুদিরা হযরত আব্দুল্লাহ্বিন উমর-এর ওপর আক্রমণ করেছে এবং তাঁর বাহুজোড়া কনুই হতে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। ইতিপূর্বে আনসারদের ওপরও তারা আক্রমণ করেছিল । এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই যে, সে (অর্থাৎ আক্রমণকারী) তাদেরই সঙ্গী। সেখানে তারা ব্যতীত আমাদের আর কোন শত্রু নেই। অতএব, খায়বারে যাদের সম্পত্তি রয়েছে তারা যেন তা বুঝে নেয়, কেননা আমি ইহুদিদের বহিষ্কার করতে যাচ্ছি। আর তিনি (রা.) তাদেরকে বহিষ্কার করে দেন। আব্দুল্লাহ্ বিন মাকনাফ (রা.) বর্ণনা করেন, যখন হযরত উমর (রা.) ইহুদিদেরকে খায়বার থেকে বহিষ্কার করেন তখন তিনি স্বয়ং আনসার ও মুহাজেরদের সাথে রওয়ানা হন এবং হযরত জব্বার বিন সাখ্র ও হযরত ইয়াযীদ বিন সাবেত-ও তাদের সাথে রওয়ানা হন। হযরত জব্বার মদিনাবাসীর জন্য ফল পরিমাপক ও নিরীক্ষক ছিলেন। তাঁরা দু'জন পূর্বের বণ্টন রীতি অনুযায়ী এর প্রাপ্যদের মাঝে খায়বারের (ফল) বণ্টন করেন।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৭১০)

হযরত হাতেব (রা.)-এর বরাতে এই ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় যে, মহানবী (সা.)-এর বিভিন্ন পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি যখন গোপনে মক্কার মুশরিকদের নিকট এক মহিলা মারফৎ চিঠি প্রেরণ করেন , তখন মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সংবাদ পেয়ে হযরত আলী (রা.)-কে প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে সেই মহিলা ধরা পড়ে যায়। এরপর মহানবী (সা.) যখন হাতেবকে জিজ্ঞেস করেন, তখন হাতেব যুক্তি উপস্থাপন করেন এবং নিজের ঈমান সম্পর্কে বলেন যে, ঈমানের ক্ষেত্রে আমার মাঝে কোন দুর্বলতা বা বিচ্যুতি নেই, বরং আমার পূর্ণ ঈমান রয়েছে। হযরত হাতেব যখন নিজের ঈমানের বিষয়ে আশ্বস্ত করেন তখন মহানবী (সা.) তা মেনে নেন, কিন্তু হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমাকে এই মুনাফেকের শিরচ্ছেদ করার অনুমতি দিন। তিনি (সা.) বলেন, দেখ! সে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে আর তুমি কি জান যে, আল্লাহ্ তা'লা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের হৃদয়ে উঁকি দিয়ে দেখে বলেছেন, তোমরা যা চাও কর আমি তোমাদের পাপসমূহকে ঢেকে তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।

(বুখারী কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪২৭৪)

আরেকটি ঘটনা আছে যার সাথে হযরত উমর (রা.)-এর প্রত্যক্ষভাবে কোন সম্পর্ক না থাকলেও প্রাসঙ্গিকভাবে হযরত উমর (রা.)-এর উল্লেখ দেখা যায়, তাই এই ঘটনাটিও বলে দিচ্ছি। হযরত আবু কাতাদা বলেন, হুনায়েনের যুদ্ধের সময় আমি এক মুসলমানকে দেখলাম, সে কোন এক মুশরিক ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ করছিল আর অপর এক মুশরিক প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে চুপিসারে তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে পেছন থেকে তার ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত। এটি দেখে আমি দ্রুতগতিতে সেই ব্যক্তির দিকে এগিয়ে যাই যে একজন মুসলমানের ওপর এভাবে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে আক্রমণ করতে যাচ্ছিল। সে আমাকে হত্যা করার জন্য হাত উঠাতেই আমি তার হাতে আঘাত করে তার হাত কেটে ফেলি কিন্তু সে আমাকে ধরে ফেলে এবং এত শক্তভাবে আমাকে চেপে ধরে যে, আমি নিরুপায় হয়ে যাই। অবশেষে একসময় সে আমাকে ছেড়ে দেয় অর্থাৎ সে নিথর হয়ে পড়ে হাতের বাঁধন হালকা হতেই আমি তাকে ধাক্কা দিয়ে হত্যা করি। এদিকে যা ঘটে তা হলো পরাজয় বরণ করে মুসলমানরা পালিয়ে যায় আর আমিও তাদের সাথে পালিয়ে যাই। তখন আমি হযরত উমর বিন খাত্তাবকে কিছু লোকের সাথে উপস্থিত দেখতে পাই। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, মানুষের কী হয়েছে যে, তারা পালিয়ে গেছে? হযরত উমর (রা.) উত্তরে বলেন, আল্লাহ্ র অভিপ্রায়। অতঃপর লোকেরা আবার মহানবী (সা.)-এর কাছে ফিরে আসে। মহানবী (সা.) ঘোষণা করে বলেন, যে ব্যক্তি কোন নিহত ব্যক্তিকে হত্যা করেছে মর্মে প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারবে সেক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির সম্পদের অধিকারী হবে হত্যাকারী। আমি আমার হাতে নিহত ব্যক্তি সম্পর্কে কোন সাক্ষ্য সন্ধানে বের হলাম, কিন্তু আমার সপক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার কাউকেই পেলাম না; আমি আবার বসে পড়লাম। অতঃপর আমার মনে পড়লো, আমি নিহত ব্যক্তির ঘটনা মহানবী (সা.)-এর সমীপে বিবৃত করেছিলাম। তাঁর আশপাশে যারা বসে ছিল তাদের একজন বলল, সেই নিহত ব্যক্তির অস্ত্র আমার কাছে আছে যার কথা ইনি বলছেন। তাই আপনি এসব অস্ত্রের পরিবর্তে তাকে অন্য কিছু দিয়ে বুঝিয়ে দিন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, এটা কোনভাবেই সম্ভব নয় যে, তিনি (সা.) কুরায়েশ গোত্রের এক সাধারণ ব্যক্তিকে সামগ্রী দিবেন আর আল্লাহর সিংহদের এক সিংহকে অবজ্ঞা করবেন যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পক্ষে যুদ্ধ করছে। হযরত আবু কাতাদা বলেন, মহানবী (সা.) দাঁড়িয়ে যান এবং আমাকে আমার প্রাপ্য সমগ্রী প্রদান করেন। আমি এর বিনিময়ে ছোট একটি খেজুরের বাগান ক্রয় করি আর ইসলাম গ্রহণের পর এটিই আমার প্রথম সম্পদ যা আমি বানিয়েছি।

(বুখারী কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪৩২২)

হযরত ইবনে উমর বর্ণনা করেন, আমরা যখন হুনায়েনের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসি তখন হযরত উমর (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে এতেকাফে বসা সংক্রান্ত অজ্ঞতার যুগে কৃত তার এক মানতের বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন। মহানবী (সা.) সেই মানত পূর্ণ করার নির্দেশ দেন।

(বুখারী কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪২৭৪)

এই মানত অজ্ঞতার যুগে করা হলেও এটি পূর্ণ কর, ইসলামী শিক্ষার মধ্যে থেকে যা পূর্ণ করা সম্ভব হয়- এই শর্তসাপেক্ষে।

তাবুকের যুদ্ধে হযরত উমরের ভূমিকা কী ছিল এবং এ সম্পর্কে কী বর্ণনা এসেছে। তাবুকের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে যখন চাঁদার এক বিশেষ আহ্বান জানানো হয়, এ সম্পর্কে হযরত উমর (রা.) তাঁর নিজের ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি (রা.) বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদেরকে সদকা করার আহ্বান জানান। সে সময় আমার কাছে সম্পদ ছিল, আর আমি মনে মনে বললাম, আমি যদি কোন দিন হযরত আবু বকর (রা.) থেকে অগ্রগামী হতে পারি তবে তা আজই সম্ভব। তখন আমি আমার অর্ধেক সম্পদ নিয়ে আসলাম। তখন মহানবী (সা.) আমাকে বলেন, নিজ পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছ? আমি বললাম ততটুকুই রেখে এসেছি যতটুকু এখানে নিয়ে এসেছি। হযরত আবু বকর তার কাছে যা ছিল সব নিয়ে আসলেন। আমি তো অর্ধেক নিয়ে এসেছি আর হযরত আবু বকর তার নিকট যা কিছু ছিল তার সব নিয়ে এসেছেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁকেও জিজ্ঞেস করেন, নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য কী রেখে এসেছ? তখন তিনি বলেন, আমি তাদের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে রেখে এসেছি। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি বুঝতে পারি যে, আমি হযরত আবু বকরের চেয়ে কোন বিষয়ে কখনোই অগ্রগামী থাকতে পারব না।

(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুয যাকাত, হদীস-১৬৭৮)

এ ঘটনাটি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এভাবে বর্ণনা করেছেন-

এক জিহাদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে হযরত উমর (রা.) বলেন, আমার মনে হলো, হযরত আবু বকর (রা.) সবসময় আমার চেয়ে এগিয়ে থাকেন। আজ

আমি তাঁর থেকে অগ্রগামী থাকব। এ কথা ভেবে আমি ঘরে যাই এবং নিজ সম্পদের অর্ধেক বের করে মহানবীর (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপনের জন্য নিয়ে আসি। সেই যুগটি ইসলামের জন্য অনেক সংকটের যুগ ছিল, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) তঁ ার সমস্ত সম্পদ নিয়ে আসেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করেন। মহানবী (সা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, হে আবু বকর! ঘরে কী রেখে এসেছ? তিনি নিবেদন করেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে রেখে এসেছি। হযরত উমর (রা.) বলেন, এটি শুনে আমি অত্যন্ত লজ্জিত হই আর আমি ভাবলাম, আজ আমি নিজের সর্বশক্তি দিয়ে হযরত আবু বকরের চেয়ে এগিয়ে থাকতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আজও আবু বকর আমার চেয়ে এগিয়ে রইলেন।

(ফাযায়েলুল কুরআন (৩), আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১১, পৃ: ৫৭৭)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন এক যুগ এমন ছিল যখন মানুষ ঐশী ধর্মের জন্য নিজেদের প্রাণ গবাদিপশুর ন্যায় উৎসর্গ করত, সম্পদের কথা বাদই দিলাম। হযরত আবু বকর (রা.) একাধিকবার নিজের সমস্ত বাড়ি-ঘর (ধর্মের প্রয়োজনে) উৎসর্গ করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এটি কেবল একবারের ঘটনা নয় বরং একাধিক বার এমনটি হয়েছে। এমনকি নিজ ঘরে একটি ছুঁচ পর্যন্ত অবশিষ্ট রাখেননি। একইভাবে হযরত উমর নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী এবং হযরত উসমান তার শক্তি ও সামর্থ্যানুযায়ী, (عَلٰى هٰذَا الْقِيَاسِ عَلٰى قَدْرِ مَرَاتِب) একইভাবে স্বীয় পদমর্যাদা অনুসারে সব সাহাবী নিজ প্রাণ ও সম্পদ এই ঐশী ধর্মের জন্য উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে যান। এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জামা'ত সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, কিছু লোক এমন আছে যারা বয়আত করে ঠিকই এবং এই স্বীকারোক্তিও দেয় যে, আমরা ধর্মকে জগতের উপর প্রাধান্য দিব, কিন্তু সাহায্য সহযোগিতার যখন প্রয়োজন হয় তখন তারা নিজেদের পকেট খুব শক্ত করে চেপে ধরে রাখে। সুতরাং জগতের প্রতি এতো ভালোবাসা থাকলে কি কেউ আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে? আর এমন ব্যক্তিবর্গের অস্তিত্ব কি কখনো নবুয়তের জন্য উপকারী সাব্যস্ত হতে পারে? না; কখনোই না। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ (সূরা আলে ইমরান: ৯৩) অর্থাৎ, যতক্ষণ তোমরা তোমাদের সবচেয়ে প্রিয় জিনিস মহান আল্লাহ্র পথে ব্যয় না করবে ততক্ষণ তোমরা পুণ্য অর্জন করতে পারবে না। "

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৪০)

মহানবী (সা.) যখন ইন্তেকাল করেন তখন হযরত উমর (রা.)-এর প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল? হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে আসে তখন ঘরে কয়েকজন পুরুষ সদস্য উপস্থিত ছিলেন যাদের মধ্যে হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)ও ছিলেন। মহানবী (সা.) বলেন, আসো! আমি তোমাদেরকে একটি ওসিয়্যত লিখিয়ে দিই যার ফলে তোমরা আর বিভ্রান্তিতে পড়বে না। এটি মহানবী (সা.)-এর (অসুস্থতার) অন্তিম মুহূর্তের কথা। মহানবী (সা.)-এর একথা শুনে হযরত উমর (রা.) চারপাশে উপবিষ্ট লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) ভীষণ অসুস্থ; তাছাড়া তোমাদের নিকট কুরআন রয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লার কিতাবই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। বাড়িতে উপস্থিত লোকেরা মতভেদ করে ও বাকবিতণ্ডা আরম্ভ করে দেয় এবং এ বিষয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। তাদের কেউ কেউ বলতে থাকে, কাগজ-কলম নিয়ে এসো, যাতে করে মহানবী (সা.) এমন ওসীয়্যতনামা লিখিয়ে দিতে পারেন যার ফলে তোমরা আর বিভ্রান্তিতে পড়বে না আবার কয়েকজন হযরত উমর (রা.)-এর সাথে একমত পোষণ করে বলছিল যে, মহানবী (সা.)-কে কষ্ট দিও না। অতঃপর তারা যখন মহানবী (সা.)-এর পাশে বসে অনেক কথাবার্তা আরম্ভ করে দিল, অর্থাৎ বিতর্ক আরম্ভ হয়ে গেল এবং পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দিল তখন তিনি (সা.) তাদেরকে বলেন, তোমরা এখান থেকে চলে যাও।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল ওসীয়ত, হাদীস-৪২৩৪)

এটি মুসলিম শরীফের হাদীস যার বিস্তারিত বিবরণ কিছুটা বুখারীতেও পাওয়া যায়। সেখানে হযরত উবায়দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাতে বলেন, মহানবী (সা.) যখন গুরুতর অসুস্থ , তখন তিনি (সা.) বলেন, লেখার কোন জিনিস নিয়ে আস যেন আমি তোমাদেরকে এমন কিছু লিখিয়ে দিতে পারি যার পর তোমরা আর বিভ্রান্ত হবে না। হযরত উমর (রা.) তখন আশপাশের লোকদের বলেন, মহানবী (সা.)-এর উপর রোগের প্রকোপ বেড়ে গিয়েছে আর আমাদের নিকট আল্লাহ্র কিতাব অর্থাৎ কুরআন রয়েছে যা আমাদের জন্য যথেষ্ট। তাই মহানবী (সা.) -কে কষ্ট দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তখন তারা পরস্পর মতবিরোধে লিপ্ত হয় এবং অনেক শোরগোল হতে থাকে। মহানবী (সা.) তাদেরকে বলেন, উঠ আর আমার কাছ থেকে চলে যাও। আমার কাছে বসে ঝগড়া করা শোভনীয় নয়। এরপর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বাইরে চলে যান। তিনি (রা.) বলতেন, সবচেয়ে বড় ক্ষতি যা হয়েছে তাহলো মহানবী (সা.)-কে লেখার সুযোগ করে দেওয়া হয় নি। (বুখারী কিতাবুল ইলম, হাদীস-১১৪)

হযরত সৈয়্যদ যয়নুল আবেদীন ওলিউল্লাহ্ শাহ সাহেব এই হাদীসের ব্যাখ্যায় যা লিখেছেন তার কিছুটা তুলে ধরছি। তিনি বলেন, ***'লা তাযিল্লু বা'দাহু'***- হাদীসের এই অংশ স্পষ্ট করেছে যে, জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও মহানবী (সা) এটি নিয়ে চিন্তিত ছিলেন, ***'লা তাযিল্লু বা'দাহু'*** অর্থাৎ, তোমরা যাতে এরপর ভুলে না যাও তাই ওসীয়্যত লিখে দিই। '***যালাল'*** শব্দের অর্থ ভুলে যাওয়াও হয়ে থাকে, ভুল করে অন্য পথে চলে যাওয়াও বুঝায়। '***গালাবাহুল ওয়াজা'উ***' অর্থাৎ রোগ মহানবী (সা.)-কে অবসন্ন করে দিয়েছে, পাছে তাঁর (সা.) কষ্ট বেড়ে না যায়; এটি হযরত উমর (রা.)-এর উক্তি। শাহ সাহেব লিখেন, হযরত উমর (রা.) কখনো ভাবতেও পারতেন না যে, মহানবী (সা.) ইন্তেকাল করবেন। হযরত উমর (রা.) যে ***'ইনদানা কিতাবুল্লাহি ওয়া হাসবুনা'*** কথাটি বলেছিলেন- এর কারণ হলো, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ (আল আনআম: ৩৯)। অতঃপর (সূরা আনআমে) বলেন, تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ (সূরা নহল: ৩৯) অর্থাৎ এই কিতাব প্রতিটি বিষয় স্পষ্ট করে বর্ণনা করে আর আমরা এতে কোন ত্রুটি বা ঘাটতি রাখি নি। তারপর তিনি লেখেন, '***লা ইয়ামবাগি ইনদাহু তানাযু***'। হযরত উমর (রা.)-এর মতো যাদের আবেগ অনুভূতি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ ছিল তারা বলেন, এমন অন্তিম মুহূর্তে তাঁকে (সা.) কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। পক্ষান্তরে কেউ কেউ বলেন, মহানবী (সা.)-এর আদেশ মান্য করা উচিত, তাই তাঁর (সা.) কথা অনুযায়ী কাগজ-কলম ও দোয়াত নিয়ে আসো, কিন্তু তারা যখন বাদানুবাদে লিপ্ত হন তখন তিনি (সা.) তাদেরকে চলে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করে বলেন, আমার কাছে বসে শোরগোল করো না। এ থেকে বুঝা যায়, এমন ব্যাকুলতার মাঝেও মহানবী (সা.) আল্লাহ্র কিতাবের মর্যাদার প্রতি এতটাই যত্নবান ছিলেন যে, হযরত উমর (রা.)-এর একথা শোনার পর তিনি (সা.) আর কখনো কাগজ-কলম কিংবা দোয়াত আনানোর কথা পুনরাবৃত্তি করেন নি। যেমন বুখারী শরীফের অন্যান্য বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, এ ঘটনার পরও মহানবী (সা.) কিছুদিন জীবিত ছিলেন এবং সে দিনগুলোতে অন্য কিছু ওসিয়্যতও করেছিলেন কিন্তু একথার পুনরাবৃত্তি করেন নি, অর্থাৎ দ্বিতীয়বার বলেন নি। এমন মনে হয় যেন যে সব বিধিনিষেধ লেখানোর প্রয়োজন মনে করেছিলেন সেগুলো আল্লাহ্র কিতাবেই রয়েছে। মনে হয় তিনি পবিত্র কুরআনের সাথে সম্পৃক্ত থাকার জোরালো নির্দেশ দিতে চেয়েলেন। কিন্তু মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.)-এর সমর্থন করেন এবং নীরব থাকেন। এ হলো সেই শিষ্টাচার যার প্রতি তথাকথিত আলেমরা ভ্রুক্ষেপ করে না। তারা কোন একটি মতামত প্রকাশ করলে সেটিকে খোদার ওহীর মতো মনে করে। শাহ্ সাহেব লিখেন, মহানবী (সা.)-এর যে পবিত্র আদর্শ আমাদের কখনোই ভুলে যাওয়া উচিত নয় তা হলো, আল্লাহ্র কিতাবের সামনে অন্য সকল বিষয় এমন হওয়া উচিত যেন সেগুলোর অস্তিত্বই নেই।

(সহী বুখারী, কিতাবুল ইলম, হাদীস-১১৪, অনুবাদ-সৈয়্যদ জয়নুল আবেদীন ওলী্উল্লাহ্ শাহ, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৯০)

মহানবী (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা.)-এর পক্ষ থেকে উরওয়া বিন যুবায়ের (রা.) রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন হযরত আবু বকর (রা.) সুনা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। সুনাও মদিনা হতে দুই মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি স্থান। ইসমাঈল বলেন, অর্থাৎ শহরতলিতে ছিলেন। এ সংবাদ, অর্থাৎ মৃত্যুর সংবাদ শুনে হযরত উমর (রা.) দণ্ডায়মান হন। হযরত উমর (রা.) শহরতলিতে গিয়েছিলেন,কিন্তু যখন মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে, সংবাদ শুনে হযরত উমর (রা.) দণ্ডায়মান হন এবং বলেন, আল্লাহ্র কসম! রসূলুল্লাহ্ (সা.) মৃত্যুবরণ করেন নি। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.) বলতেন, আল্লাহ্র কসম! আমার মনে এ বিষয়েরই উদ্রেক হয়েছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা অবশ্য অবশ্যই তাঁকে দাঁড় করাবেন যাতে তিনি (সা.) কোন কোন লোকের হাত-পা কাটতে পারেন। এমন সময় হযরত আবু বকর (রা.) এসে পড়েন। হযরত উমর (রা.) এটি মানার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না যে, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর ধারণা ছিল, তিনি (সা.) পুনরায় জীবিত হবেন। এমন সময় হযরত আবু বকর (রা.) আসেন, তিনি (রা.) রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে চুমু খান, এরপর বলেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, আপনি জীবিত এবং মৃত উভয় অবস্থায় পূতঃপবিত্র। সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে কখনোই দু'টি মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করাবেন না। একথা বলেই হযরত আবু বকর (রা.) বাইরে চলে আসেন, অর্থাৎ মানুষের মাঝে যান এবং

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Badruddin, Neogir hat, (South 24 PGS)

বলেন, হে শপথকারী থাম! অর্থাৎ হযরত উমর (রা.)-কে সম্বোধন করে বলেন, হে শপথকারী থাম! হযরত আবু বকর (রা.) কথা বলা শুরু করলে হযরত উমর (রা.) বসে পড়েন। হযরত আবু বকর (রা.) আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করার পর বলেন,

اَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ فَإِنَّ اللّٰهَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ۔

অর্থাৎ শোন! যারা মুহাম্মদ (সা.)-এর উপাসনা করতে তারা শুনে নাও, মুহাম্মদ (সা.) অবশ্যই মৃত্যুবরণ করেছেন আর যারা আল্লাহ্র উপাসনা করতে তারা শুনে নাও, আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, তিনি কখনোই মৃত্যুবরণ করবেন না। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) এ আয়াত পাঠ করেন, اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ (সূরা যুমার: ৩১) অর্থাৎ তুমিও মৃত্যুবরণ করবে এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে। এরপর তিনি (রা.) এই আয়াত পড়েন,

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ وَ مَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَ سَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ۔

(সূরা আলে ইমরান: ১৪৫) অর্থাৎ, মুহাম্মদ কেবল আল্লাহ্র একজন রসূল মাত্র আর তাঁর পূর্বের সকল রসূল মৃত্যুবরণ করেছেন। এখন যদি তিনি মৃত্যুবরণ করেন বা নিহত হন তাহলে কি তোমরা তোমাদের গোড়ালিতে ফিরে যাবে। আর যে-ই তার গোড়ালিতে ফিরে যাবে সে আল্লাহ্র কোন ক্ষতিই করতে পারবে না; আর অচিরেই আল্লাহ্ কৃতজ্ঞ বান্দাদের প্রতিদান দিবেন। সোলায়মান বলতেন, একথা শোনার পর মানুষ এত কাঁদে যে, তাদের হেঁচকি উঠে যায়।

(সহী আল বুখারী, কিতাবু ফাযাইলি আসহাবিন নাবী, হাদীস-৩৬৬৭,৩৬৬৮)

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, আল্লাহ্র কসম! এমন মনে হচ্ছিল যেন হযরত আবু বকর (রা.) সেই আয়াতটি পাঠ করার পূর্বে মানুষ জানতই না যে, আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতটিও অবতীর্ণ করেছেন। মনে হচ্ছিল যেন সবাই তার কাছ থেকে এ আয়াতটি শিখেছে। এরপর যাকেই আমি শুনেছি, সে এ আয়াতই পাঠ করছিল। যুহ্রী বলতেন, সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব আমাকে বলেছেন, হযরত উমর (রা.) বলেন, আল্লাহ্র কসম! যখনই আমি আবু বকর (রা.)-কে এ আয়াতটি পাঠ করতে শুনেছি তখনই আমি এতটাই ত্রস্ত হয়ে যাই যে, ভীতির কারণে আমার দাঁড়ানোর শক্তি পর্যন্ত লোপ পায় আর আমি মাটিতে পড়ে যাই। হযরত আবু বকর (রা.)-কে এ আয়াত পড়তে শুনে আমি বুঝতে পারি যে, মহানবী (স.) মৃত্যু বরণ করেছেন।

(সহী আল বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪৪৫৪)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেন, হাদীসের আরবী শব্দাবলীও তিনি উদ্ধৃত করেছেন, আমি এখানে সেটির অনুবাদ পড়ে দিচ্ছি। ছাপানোর সময় মূল আরবী শব্দগুলো যুক্ত হয়ে যাবে।

হাদীসের সব থেকে সঠিক গ্রন্থ নামে অভিহিত বুখারীতে নিম্নরূপ শব্দ লিপিবদ্ধ আছে-

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ خَرَجَ وَ عُمَرُ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَقَالَ اِجْلِسْ يَا عُمَرُ فَاَبٰى عُمَرُ اَنْ يَجْلِسَ فَاَقْبَلَ النَّاسُ اِلَيْهِ وَتَرَكُوْا عُمَرَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَمَّا بَعْدُ مَنْ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَاِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ. قَالَ اللّٰهُ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. اِلَى الشّٰكِرِيْنَ. وَقَالَ وَاللّٰهِ كَاَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ حَتّٰى تَلَاهَا اَبُوْ بَكْرٍ فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ فَمَا اَسْمَعُ بَشَرًا مِنَ النَّاسِ اِلَّا يَتْلُوْهَا اَنَّ عُمَرَ قَالَ وَاللّٰهِ مَا هُوَ اِلَّا اَنْ سَمِعْتُ اَبَا بَكْرٍ تَلَاهَا فَعَقِرْتُ حَتّٰى مَا يُقِلُّنِيْ رِجْلَايَ وَحَتّٰى اَهْوَيْتُ اِلَى الْاَرْضِ حَتّٰى سَمِعْتُهُ تَلَاهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ۔

তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর দিন বের হন। হযরত উমর (রা.) মানুষের সাথে কথাবার্তা বলছিলেন, তিনি বলেন, মহানবী (স.) মারা যান নি, বরং জীবিত আছেন। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হে উমর! বসে পড়। কিন্তু উমর (রা.) বসতে অস্বীকৃতি জানান। মানুষ তখন উমরকে ছেড়ে আবু বকরের প্রতি মনযোগী হয় আর আবু বকর (রা.) আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণকীর্তনের পর বলেন, শুনে নাও! তোমাদের মধ্যে যারা মুহাম্মদ (সা.)-এর উপাসনা করে তার জানা উচিত, মুহাম্মদ (সা.) মারা গেছেন। আর তোমাদের মধ্যে যে খোদার ইবাদত করে তার স্মরণ রাখা উচিত, খোদা চিরঞ্জীব, যিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর প্রমাণ হচ্ছে খোদা বলেছেন, মুহাম্মদ (সা.) কেবল একজন রসূল। তার পূর্বের সকল রসূল এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন, অর্থাৎ মারা গেছেন। হযরত আবু বকর (রা.) '*আশ শাকিরীন*' পর্যন্ত এ আয়াতটি পাঠ করে শুনান। এরপর তিনি লিখেন, বর্ণনাকারী বর্ণনা করেন যে, খোদার কসম! লোকেরা যেন এ বিষয়টি জানতই না যে, খোদা তা'লা এ আয়াতও নাযেল করেছেন আর আবু বকর (রা.)-এর পাঠ করার ফলে তারা তা জানতে পেরেছে। অতএব এ আয়াতটি সকল সাহাবী (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছ থেকে শুনে আত্মস্থ করে আর সাহাবী ও সাহাবী নয় এমন কোন ব্যক্তি ছিল না যে এই আয়াতটি পাঠ করছিল না। হযরত উমর (রা.) বলেন, খোদার কসম! আমি এ আয়াতটি কেবল আবু বকরের কাছ থেকেই শুনেছি যখন তিনি তা পাঠ করেছেন। অতএব, আমি তাঁর কাছ থেকে শোনার পর এমনভাবে ইন্দ্রীয়ানুভূতি হারিয়ে ফেলি ও মর্মাহত হই যে, আমার পা আমার ভর বহনে অক্ষম ছিল। আমি যখন এ আয়াত পাঠ করতে শুনি এবং একথা বলতে শুনি যে, মহানবী (সা.) মৃত্যু বরণ করেছেন, আমি তখনই মাটিতে পড়ে যাই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, ইমাম কস্তলানী বুখারীর ব্যাখ্যায় এ সম্পর্কে লিখেন যে,

وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُكَلِّمُ النَّاسَ يَقُوْلُ لَهُمْ مَا مَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَلَا يَمُوْتُ حَتّٰى يَقْتُلَ الْمُنَافِقِيْنَ

অর্থাৎ হযরত উমর(রা.) মানুষের সাথে কথা বলছিলেন এবং বলছিলেন যে, মহানবী (স.) মারা যান নি আর যতক্ষণ পর্যন্ত মুনাফেকদের হত্যা না করবেন তিনি মারা যাবেন না। এরপর তিনি বলেন,'মিলাল ওয়ান্ নেহাল শাহ্রেস্তানী'-তে এ ঘটনা সম্পর্কে যা কিছু লেখা আছে তা নিম্নরূপ-

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَنْ قَالَ اَنَّ مُحَمَّدًا مَاتَ فَقَتَلْتُهُ بِسَيْفِيْ هٰذَا. وَاِنَّمَا رُفِعَ اِلَى السَّمَآءِ كَمَا رُفِعَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ بْنُ قُحَافَةَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَاِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اِلٰهَ مُحَمَّدٍ فَاِنَّهٗ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ وَقَرَءَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ

বাক্যগুলো রয়েছে সেগুলোর অনুবাদ হচ্ছে, উমর খাত্তাব বলতেন, যে ব্যক্তি বলবে, মুহাম্মদ (সা.) মারা গেছেন আমি আমার এ তরবারি দিয়েই তাকে হত্যা করব; বরং তাঁকে (সা.) ঈসা ইবনে মরিয়মের মতো আকাশে উঠানো হয়েছে। তখন আবু বকর বলেন, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা.)-এর ইবাদত করে, সে জেনে নিক নিশ্চয় তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন। আর যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা.)-এর খোদার ইবাদত করে, সে জেনে রাখুক যে, তিনি চিরঞ্জীব, তিনি কখনো মরবেন না, অর্থাৎ চিরঞ্জীব হওয়া একমাত্র খোদারই বৈশিষ্ট্য। বাকি সকল মানুষ ও জীবজন্তু তাদের সম্পর্কে চিরস্থায়ী হওয়ার ধারণা করার পূর্বেই মারা যায়। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) এই আয়াতটি পাঠ করেন যার অনুবাদ হলো, মুহাম্মদ (সা.) একজন রসূল, তার পূর্বের সকল রসূল গত হয়েছেন। অতএব, তিনি যদি মারা যান বা নিহত হন তবে কি তোমরা ধর্মত্যাগী হয়ে যাবে। فَرَجَعَ الْقَوْمُ اِلٰى قَوْلِهٖ۔

তখন লোকেরা এ আয়াত শুনে তাদের ভুল ধারণা পরিত্যাগ করে। এখন চিন্তা করে দেখ, এটি যদি হযরত আবু বকর (রা.)-এর কুরআন থেকে এ মর্মে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন গণ্য না হয় যে, সকল নবী মৃত্যু বরণ করেছেন আর একইভাবে এ প্রমাণ যদি সঠিক, সুস্পষ্ট ও অকাট্য না হতো, তাহলে আপনার উক্তি অনুসারে লক্ষাধিক সাহাবী; অর্থাৎ হযরত আক্বদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) এখানে যুক্তি প্রদান করেন আর সম্বোধিত ব্যক্তিকে বলেন, আপনার উক্তি অনুসারে লক্ষাধিক সাহাবী কীভাবে কাল্পনিক ও সন্দেহপূর্ণ কোন বিষয়কে মেনে নেন এবং কেন তারা এই যুক্তি উপস্থাপন করেন নি যে, হে মহোদয়! আপনার এই দলিল অসম্পূর্ণ আর আপনার সপক্ষে কুরআন ও হাদীসের কোন অকাট্য প্রমাণ নেই। আপনি কি এখনও জানেন না যে, কুরআনের আয়াত ***'রাফেউকা ইলাইয়া'*** হযরত মসীহ্র সশরীরে আকাশে যাওয়ার কথা বলে? ***'বাল রাফেউহু ইলাইহি'*** আয়াত কি আপনি শুনেন নি? তাহলে মহানবী (সা.)-এর আকাশে যাওয়া আপনার দৃষ্টিতে অসম্ভব কেন? বরং কুরআনের মর্ম সম্পর্কে অবগত সাহাবীরা আয়াতটি শুনে এবং ***'খালাত'*** শব্দের ব্যাখ্যা اَفَاِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ বাক্যে পাওয়ার পর তাৎক্ষণিকভাবে নিজস্ব চিন্তাধারা পরিত্যাগ করেন। তবে একথা সত্য যে, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুতে তাদের মন ভেঙে যায় এবং হৃদয় ভীষণ মর্মাহত হয় ও তাঁদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় আর হযরত উমর (রা.) বলেন, এ আয়াতটি শোনার পর আমার এমন অবস্থা হয়েছিল যে, আমার পা আমার শরীরের ভার বহনে অক্ষম হয়ে যায় আর আমার মাটিতে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। সুবহানাল্লাহ্! তারা কেমন পুণ্যবান এবং কুরআনের কত গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, যখনই তারা আয়াতে মনোনিবেশ করে বুঝতে পেরেছেন যে, বিগত সকল নবী মৃত্যু বরণ করেছেন, তখন কান্নায় ভেঙে পড়েন ও চরমভাবে দুঃখভারাক্রান্ত হন আর কোন কথা উচ্চারণ করেন নি।"

(তোহফায়ে গাযনাবিয়া, রূহানী খাযায়েন খণ্ড-১৫, পৃ: ৫৭৯-৫৮৩)

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরেক স্থানে বলেন, হযরত উমর (রা.)-এর একথা বলা যে, যে ব্যক্তি সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) সম্পর্কে একথা বলবে যে, তিনি মারা গেছেন তাকে আমি আমার এ তরবারি দিয়ে হত্যা করব- এ থেকে বুঝা যায় যে, হযরত উমর (রা.) নিজের এ ধারণার কারণে মহানবী (সা.)-এর জীবিত থাকার বিষয়ে অলীক ধারণা রাখতেন আর মহানবী (সা.) মারা গেছেন- মর্মে বাক্যটিকে তিনি কুফর ও ধর্মত্যাগের নামান্তর মনে

করতেন। আল্লাহ্ তা'লা হযরত আবু বকর(রা.)-কে সহস্র সহস্র উত্তম প্রতিদান দিন, কেননা শীঘ্রই তিনি সেই ফিতনার নিরসন করেছেন এবং পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত উপস্থাপনের মাধ্যমে বলে দিয়েছেন যে, বিগত সকল নবী মৃত্যু বরণ করেছেন। যেভাবে তিনি মুসায়লামা কায্যাব ও আসওয়াদ আনসী দের হত্যা করেছেন একইভাবে এই ব্যাখ্যার মাধ্যমেও বক্র যুগের অনেক মিথ্যাবাদীকে সাহাবীদের ইজমা তথা ঐক্যমতের মাধ্যমে হত্যা করেছেন। অর্থাৎ যেভাবে তাদের হত্যা করেছেন অনুরূপভাবে ভ্রান্ত চিন্তাধারারও অবসান ঘটিয়েছেন। এভাবে তিনি চার মিথ্যাবাদী নয় বরং পাঁচ মিথ্যাবাদীকে হত্যা করেছেন। এরপর তিনি (আ.) বলেন, হে খোদা! তার প্রতি কোটি কোটি রহমতবারি বর্ষণ করুন। এখানে যদি ***'খালাত'*** শব্দের এ অর্থ করা হয় যে, কোন কোন নবী জীবিত অবস্থায় আকাশে গিয়ে বসে আছেন তাহলে তো এ ক্ষেত্রে হযরত উমর (রা.) সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত সাব্যস্ত হন এবং এ আয়াত তার বিরোধী নয়, বরং সমর্থক প্রমাণিত হয়। কিন্তু এ আয়াতের পরবর্তী বাক্য, যা ব্যাখ্যাস্বরূপ অর্থাৎ اَفَاۡئِنۡ مَّاتَ اَوۡ قُتِلَ , যার প্রতি হযরত আবু বকর (রা.)-এর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে, তা বলছে যে, সকল নবী অতীত হয়ে গেছেন। মৃত্যুবরণে অতীত হোন বা জীবিত অবস্থায়- আয়াতের এ অর্থ করা এক প্রতারণা, ধোঁকাবাজি, প্রক্ষেপণ এবং খোদার ইচ্ছার বিপরীতে এক জঘন্য মিথ্যারোপ। ইচ্ছাকৃতভাবে এমন মিথ্যাচারকারী ব্যক্তি, যে বিচারদিবসকে ভয় করে না এবং খোদার নিজস্ব ব্যাখ্যার বিপরীত উল্টো অর্থ করে, সে নিঃসন্দেহে স্থায়ীভাবে অভিশপ্ত হবে। কিন্তু হযরত উমর (রা.) ততক্ষণ পর্যন্ত এ আয়াত সম্পর্কে জানতেন না এবং অন্য কতিপয় সাহাবীও এমন ভ্রান্ত ধারণায় নিপতিত ছিলেন আরসেই ভুলভ্রান্তির শিকার ছিলেন যা মানবীয় বৈশিষ্টের স্বাভাবিক দাবি। তারা বিশ্বাস করতেন যে, কোন কোন নবী এখনও জীবিত এবং পরবর্তীতে তারা পৃথিবীতে আসবেন। সুতরাং কেন মহানবী (সা.) তাদের মতো হবেন না? কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) এই পুরো আয়াত পড়ে এবং اَفَاۡئِنۡ مَّاتَ اَوۡ قُتِلَ শুনিয়ে সবার মনে একথা গেঁথে দেন যে ***'খালাত'*** শব্দটি দু'টি অর্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; হয় 'হাতফে আনফ'-এর মাধ্যমে মৃত্যু, অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ, অথবা নিহত হওয়া। তখন ভিন্নমত পোষণকারীরা নিজেদের ভুল স্বীকার করে এবং সকল সাহাবী এই বিষয়ে একমত হন যে, অতীতের নবীগণ সকলেই মৃত্যুবরণ করেছেন। আর اَفَاۡئِنۡ مَّاتَ اَوۡ قُتِلَ শব্দাবলীর গভীর প্রভাব পড়ে এবং সবাই নিজেদের বিরুদ্ধ অভিমত পরিত্যাগ করে। ফালহামদুলিল্লাহ্ আলা যালিক [সুতরাং এ বিষয়ে যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্রই।]

(তোহফায়ে গাযনাবিয়া, রূহানী খাযায়েন খণ্ড-১৫, পৃ:৫৮১-৫৮৩)

এই কথাগুলো তিনি (আ.) 'তোহফায়ে গযনভিয়া' পুস্তকে বর্ণনা করেন।

পুনরায় অপর একস্থানে তিনি বলেন, মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের সময়ই সকল সাহাবী এই সাক্ষ্য দেন যে, সকল নবী মৃত্যুবরণ করেছেন। হযরত উমর রসূলুল্লাহ্ (সা.) সম্পর্কে বলেছিলেন যে, তিনি এখনও মৃত্যুবরণ করেন নি, আর তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে যান; কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দীক দাঁড়িয়ে এই বক্তৃতা দেন যে, وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوۡلٌ قَدۡ خَلَتۡ مِنۡ قَبۡلِهِ الرُّسُلُ । উক্ত পরিস্থিতিতে, যা কিনা কেয়ামতের ময়দানের মতোই এক পরিস্থিতি ছিল, অর্থাৎ মহানবী (সা.) এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন এবং সাহাবীরা সবাই সমবেত , এমনকি উসামার বাহিনীও তখন পর্যন্ত যাত্রা করে নি; হযরত উমরের কথা শুনে হযরত আবু বকর উচ্চস্বরে বলেন, মুহাম্মদ (সা.) মৃত্যুবরণ করেছেন। আর এর সপক্ষে যুক্তি হিসেবে তিনি وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوۡلٌ আয়াতটি উপস্থাপন করেন। যদি সাহাবীরা ঘুণাক্ষরেও হযরত ঈসা (আ.)-কে জীবিত মনে করতেন তবে তারা অবশ্যই সরব হতেন, কিন্তু সবাই নিশ্চুপ হয়ে যান। বাজারে-বন্দরে সবাই এই আয়াতটিই পড়ছিলেন এবং বলছিলেন, এই আয়াতটি যেন আজই অবতীর্ণ হয়েছে। সাহাবীরা তো নাউযুবিল্লাহ্ মুনাফিক ছিলেন না যে, তারা হযরত আবু বকরের ভয়ে নিশ্চুপ থাকবেন এবং হযরত আবু বকরের যুক্তি খণ্ডন করবেন না। কক্ষনো না! প্রকৃত বিষয় তা-ই ছিল যা হযরত আবু বকর বর্ণনা করেন, এজন্যই সবাই মাথা নত করেন। এটিই সাহাবীদের ইজমা। হযরত উমরও এটিই বলছিলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আবার আসবেন। যদি এটি যুক্তি হিসেবে অকাট্য না হতো; আর অকাট্য তখনই হওয়া সম্ভব যদি কোনরকম ব্যতিক্রম না থাকে, কেননা যদি হযরত ঈসা জীবিত আকাশে গিয়ে থাকেন আর তার পুনরায় আসার হতো, তাহলে এটি যুক্তি নয় বরং ঠাট্টার নামান্তর হতো; স্বয়ং হযরত উমর-ই তা প্রত্যাখ্যান করতেন। " (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৪০-৪৪১)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বারংবার এই বিষয়টিকে বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করেছেন, যেভাবে আমি বিভিন্ন ঘটনাবলী বর্ণনা করলাম; তা তিনি এজন্য করেছেন যে , যারা হযরত ঈসাকে আকাশে জীবিত বসে আছেন বলে মনে করে, তাদের মাথা থেকে এই (ভ্রান্ত) ধারণা যেন বের হয়ে যায়। কোন মানুষই জীবিত আকাশে যায় নি আর যেতে পারেও না; তেমনিভাবেই হযরত ঈসা (আ.)-ও মৃত্যুবরণ করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমরের খিলাফতকালে একবার আমি তার সাথে যাচ্ছিলাম; তিনি ব্যক্তিগত কোন কাজে যাচ্ছিলেন। তার হাতে চাবুক ছিল এবং আমি ছাড়া তার সাথে আর কেউ ছিল না। তিনি স্বগতোক্তি করছিলেন এবং নিজের পায়ের পেছন দিকে চাবুক দিয়ে আঘাত করছিলেন। হঠাৎ তিনি আমার দিকে ফিরে বলেন, হে ইবনে আব্বাস, তুমি কি জান, যেদিন হুযূর (সা.)-এর মৃত্যু হয় সেদিন আমি কেন বলেছিলাম যে, হুযূর (সা.)-এর মৃত্যু হয় নি, আর যে বলবে তিনি ইন্তেকাল করেছেন তাকে আমি তলোয়ার দিয়ে হত্যা করব? হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি জানি না, আপনিই ভালো জানবেন। হযরত উমর বলেন, আল্লাহ্র কসম, এর কারণ শুধু এটিই ছিল যে, আমি আয়াত-

وَ كَذٰلِكَ جَعَلۡنٰكُمۡ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوۡنُوۡا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُوۡنَ الرَّسُوۡلُ عَلَيۡكُمۡ شَهِيۡدًا

(সূরা বাকারা: ১৪৪) পড়তাম। অর্থাৎ এভাবেই আমরা তোমাদেরকে এক মধ্যমপন্থী উম্মত বানিয়েছি যেন তোমরা মানবজাতির উপর তত্ত্বাবধায়ক হও এবং রসূল তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক হন। আর আল্লাহ্র কসম, আমি মনে করতাম যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজ উম্মতের মধ্যে জীবিত থেকে তাদের কর্মকাণ্ডের সাক্ষী হবেন। অতএব, এ কারণেই সেদিন আমি উক্ত কথা বলেছিলাম।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৯০১)

হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফত সম্পর্কে বুখারীতে যে বিবরণ পাওয়া যায়, পূর্বেও তা বর্ণিত হয়েছে, (এখানে) আমি পুনরায় উল্লেখ করছি। আনসাররা বনী সায়েদা'র বাড়িতে হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)-এর কাছে সমবেত হয় আর বলছিল যে, একজন আমীর আমাদের মধ্য হতে আরেকজন তোমাদের মধ্য হতে হোক। হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) এবং হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ্ (রা.) তাদের কাছে যান। হযরত উমর (রা.) কিছু বলতে চাইলে হযরত আবু বকর (রা.) তাকে থামিয়ে দেন। হযরত উমর (রা.) বলতেন, আল্লাহ্র কসম! আমি যা বলতে চাইছিলাম তার কারণ হলো, আমি এমন এক বক্তব্য প্রস্তুত করেছিলাম যা আমার খুবই পছন্দের ছিল। আমার আশঙ্কা ছিল, আবু বকর (রা.) হয়ত ঐ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেন না অর্থাৎ সেভাবে আমার মতো করে বলতে পারবেন না। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) বক্তৃতা প্রদান করেন আর এমন বক্তৃতা করেন যা বাগ্মিতার নিরিখে সবার বক্তৃতার শীর্ষে ছিল। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, আমরা আমীর আর তোমরা সাহায্যকারী, অর্থাৎ আনসারদের একথা বলেন। হুব্বাব বিন মুনযের এ কথা শুনে বলেন, কোনক্রমেই নয়। আল্লাহ্র কসম! আদৌ নয়। খোদার কসম! আমরা এমনটি করবো না। একজন আমীর আমাদের মধ্য থেকে হবে আরেকজন আমীর আপনাদের মধ্য থেকে হবে। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, না; বরং আমরা আমীর আর তোমরা উযির বা সাহয্যকারী। কেননা এই কুরায়েশরা বংশের দিক থেকে সমগ্র আরবের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত আর গোত্রের নিরিখে সবচেয়ে প্রাচীন আরব, তাই উমর অথবা আবু উবায়দা'র হাতে বয়আত কর। হযরত উমর (রা.) আবু বকর (রা.)-কে বলেন, না; বরং আমরা তো আপনার হাতে বয়আত করব, কেননা আপনি আমাদের নেতা এবং আমাদের মাঝে সর্বোত্তম আর মহানবী (সা.)-এর কাছে আমাদের চেয়ে বেশি প্রিয়। একথা বলে, হযরত উমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাত ধরেন এবং তাঁর কাছে বয়আত করেন আর অন্যরাও তাঁর হাতে বয়আত করে।

(সহী আল বুখারী, কিতাবু ফাযাইলি আসহাবিন নাবী, হাদীস-৩৬৬৮)

হযরত উমর (রা.) যখন হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাত ধরে ফেলেন আর বলেন, (আপনি) আমাদের বয়আত নিন আর একই সাথে হযরত উমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাতে বয়আত করেও ফেলেন এবং নিবেদন করেন যে, হে আবু বকর (রা.)! মহানবী (সা.) আপনাকে নামায পড়ানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন , সুতরাং আপনিই আল্লাহ্র খলীফা। আপনার হাতে আমাদের বয়আত করার কারণ হলো, আপনি আমাদের চেয়ে মহানবী (সা.)-এর অধিক প্রিয়।

মুরতাদদের ফিতনা বা নৈরাজ্য সম্পর্কে সীরাত ইবনে হিশামে লেখা আছে যে, মহানবী (সা.) যখন মারা যান তখন মুসলমানদের বিপদাবলী বৃদ্ধি পায়। হযরত আয়েশা (রা.)-এর বরাতে আমার কাছে সেই রেওয়ায়েত পৌঁছেছে (যাতে) তিনি (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) যখন মৃত্যু বরণ করেন তখন আরব মুরতাদ হয়ে যায় আর ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা মাথাচাড়া দেয় এবং কপটতা প্রকাশ পেয়ে যায়। (সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৯০৩)

এটি ইবনে ইসহাকের কথা। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর যখন ইন্তেকাল হয় এবং তাঁর তিরোধানের পর হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা হন আর আরবদের মধ্য থেকে যার অস্বীকার করার সে অস্বীকার করে, তখন হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেন, আপনি মানুষের সাথে কীভাবে লড়াই করবেন, যখন কিনা মহানবী (সা.) বলেছেন, তারা যতক্ষণ পর্যন্ত 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' না বলবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে তাদের সাথে লড়াই বা যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে! অর্থাৎ যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র স্বীকারোক্তি দিয়েছে তাদের সাথে লড়াই করা যাবে না

এরপর শেষের পাতায়.....

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

হযরত মসীহ মওউদ (আ)-এর পুরস্কার সম্বলিত চ্যালেঞ্জ (৪)

আমি প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আহ্বান করেছি

إِنَّ السُّمُوْمَ لَشَرُّ مَا فِي الْعَالَمِ ۞ شَرُّ السُّمُوْمِ عَدَاوَةُ الصُّلَحَاءِ

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর এই পুরস্কার সংবলিত চ্যালেঞ্জটি তাঁর রচনা 'আনওয়ারুল ইসলাম' এবং 'জিয়াউল হক' পুস্তক থেকে উপস্থাপন করা হচ্ছে যা রূহানী খাযায়েনের ৯ম খণ্ডে বিদ্যমান। ১৮৯৩ সালের ২২ শে থেকে ৫ই জুন পনেরো দিন পর্যন্ত অমৃতসরে ইসলাম বনাম খৃষ্টধর্ম নামে এক মহা বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'জঙ্গে মুকাদ্দস' বা পবিত্র যুদ্ধ। ইসলামের পক্ষ থেকে সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যোদ্ধা হিসেবে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অপরদিকে খৃষ্টধর্মের পক্ষ থেকে ডেপুটি আব্দুল্লাহ্ আথাম প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। ইসলাম ও খৃষ্টবাদের এই মহাযুদ্ধে খৃষ্টবাদের শোচনীয় পরাজয় হয়, যার ফলে খৃষ্টান পাদ্রীদেরকে প্রবল লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হয়। তারা একথা উপলব্ধি করে ফেলে যে এখন ইসলামের মোকাবেলা করা কঠিনই নয়, অসম্ভবও বটে। আর ইসলামের এই যোদ্ধার সামনে দাঁড় হওয়া নিজের মৃত্যুকে আমন্ত্রণ জানানোর নামান্তর। সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মোবাহাসা শুরু হওয়ার সময়ই একথা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে উভয় পক্ষ দাবি এবং যুক্তি প্রমাণ নিজের নিজের ইলহামি গ্রন্থ থেকে উপস্থাপন করবে, পাছে 'মুদ্দায়ী সুস্ত অউর গাওয়াহ চুস্ত' প্রবাদটি সত্য হয়। অর্থাৎ কেবল আমরাই নিজেদের দাবি পেশ করতে থাকলাম, কিন্তু আমাদের ঐশী গ্রন্থ সে বিষয়ে নীরব থাকল। পাদ্রী আব্দুল্লাহ্ আথাম পুরো মোবাহাসা চলাকালীন এই শর্ত পালনে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। সে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর কোন আপত্তির উত্তর নিজের কিতাব থেকে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয় না। মসীহ্র ঈশ্বরত্বও ইঞ্জিল থেকে প্রমাণ করতে পারে নি, আর মুক্তি দাতা হিসেবে ইঞ্জিলের দাবিও ইঞ্জিল থেকে বের করে দেখাতে পারে নি।

হযরত মৌলনা জালালুদ্দিন শামস (রা.) 'জঙ্গে মুকাদ্দস' পুস্তকের ভূমিকায় লেখেন–

'ক্রুশ ভঙ্গকারী হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মোনাযারার শুরুতেই এমন এক আঘাত করেন যার ফলে তাঁর প্রতিপক্ষ পাদ্রী আব্দুল্লাহ্ আথাম ও তার সাঙ্গপাঙ্গারা শেষ পর্যন্ত অর্ধমৃতের ন্যায় এপাশ ওপাশ করতে থাকে। কোন প্রশ্নেরই প্রকৃত উত্তর না তারা দিতে পারত, না দিয়েছে। তাঁর সেই মোক্ষম আঘাতটি ছিল এইরূপ। তিনি বলেন–

'স্পষ্ট থাকে যে, এই বিতর্কে এবিষয়টি অত্যন্ত জরুরী হিসেবে বিবেচিত হবে– আমাদের পক্ষ থেকে কোন প্রশ্ন হোক বা ডেপুটি আব্দুল্লাহ্ আথাম এর পক্ষ থেকে কোন উত্তর হোক, তা যেন নিজের পক্ষ থেকে না হয়, নিজের নিজের ইলহামী গ্রন্থের উদ্ধৃতিসহকারে হয়, যাকে অপর পক্ষ অকাট্য হিসেবে মনে করে। অনুরূপভাবে উপস্থাপিত প্রতিটি দলিল এবং দাবিও যেন এই শর্ত মেনে হয়। মোটকথা কোনও পক্ষই যেন নিজের গ্রন্থের বাইরের কোন বিষয় বর্ণনা না করে যার বিবৃতি অকাট্য বলে বিবেচিত হতে পারে।"

হযরত জালালুদ্দিন শামস সাহেব (রা.) বলেন:

গোটা মোবাহাসার বিবরণ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়লে একথা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে খৃষ্টান মোনাযির শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই মানে উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। আশ্চর্যের বিষয় হল তিনি দাবি ও প্রমাণের মধ্যেও পার্থক্য করে উঠতে পারেন নি। কিন্তু হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কুরআন মজীদ থেকে যে দাবি উপস্থাপন করেছেন, তা প্রমাণের জন্য যৌক্তিক প্রমাণও কুরআন মজীদ থেকেই উপস্থাপন করেছেন। (জঙ্গে মুকাদ্দস ' পুস্তকের পরিচিতি, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড–৬)

মোবাহাসার শেষের দিন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন–

"আজ এটি আমার শেষ পত্র যা আমি ডেপুটি সাহেবের উত্তর প্রসঙ্গে লিখছি। কিন্তু আমার ভীষণ দুঃখ হচ্ছে এই ভেবে যে, যে সমস্ত শর্ত সহকারে এই মোবাহাসা আরম্ভ হয়েছিল, ডেপুটি সাহেব সেগুলির একটিও মেনে চলেন নি। শর্ত ছিল, যেভাবে আমি নিজের প্রতিটি দাবি এবং প্রমাণ কুরআন শরীফের যৌক্তিক দলিল থেকে উপস্থাপন করতে থেকেছি, ডেপুটি সাহেবও এমনটি করবেন। কিন্তু তিনি কোন একটি উপলক্ষ্যেও এই শর্ত পূর্ণ করতে পারেন নি। যাইহোক শ্রোতাগণ এখন নিজেরাই বিবেচনা করবেন।"

(জঙ্গে মুকাদ্দস, পৃ: ২৮৭)

হযরত মৌলানা জালালুদ্দীন সাহেব শামস (রা.) জঙ্গে মুকাদ্দস পুস্তকের পরিচিতিতে লিখেছেন–

'এই পবিত্র যুদ্ধ যা ক্রুশ ভঙ্গকারী এবং ক্রুশীয় মতবাদের সমর্থকদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল, এতে ইসলামের যোদ্ধা জয়লাভ করে আর ক্রুশ এমনভাবে ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায় যে তা আর জোড়া লাগার উপায় থাকল না। মুসলমানেরা উল্লসিত হল আর ক্রুশীয় মতবাদের সমর্থকদের শিবিরে শোকের ছায়া নেমে এল। ..... এই মোবাহাসার দিনগুলিতেই এর সুখকর পরিণাম প্রকাশিত হতে শুরু করে। মোবাহাসা চলাকালীনই মিঞা নবী বখশ (অমৃতসর) এবং হাদীস ও ফিকার যোগ্য শিক্ষক কাযি আমীর হোসেন (রা.) হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এ হাতে বয়াত করে জামাতে আহমদীয়ায় প্রবেশ করেন। সেই সময় অমৃতসরের মাদ্রাসা ইসলামিয়ায় শিক্ষকতার দায়িত্ব পালনকারী কাযি সাহেব আহমদী হতেই মৌলবী সমাজে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

অনুরূপভাবে কপুরথলার জমিদার কর্নেল আলতাফ আলি খান , যিনি ইতিপূর্বেই খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং মোবাহাসার সময় খৃষ্টানদের দিকে বসে ছিলেন, তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেন। এইরূপে খৃষ্টান পাদ্রীরা উপলব্ধি করতে শুরু করেন যে তাদের প্রতিপক্ষ হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ইসলামের এক অসাধারণ যোদ্ধা, যাঁর উদ্ভাবিত ধর্মীয় জ্ঞান তাদের ধর্মের খণ্ডন এবং ইসলামের সমর্থনে এমন এক অব্যর্থ অস্ত্র যার আঘাত দ্বারা ক্রুশ খণ্ডিত হওয়া এক অবধারিত বিষয়। কাজেই এই মহা মোবাহাসায় খ্যাতনামা পাদ্রীদের পরাজয় এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যেভাবে ইসলামকে জীবিত ধর্ম এবং আঁ হযরত (সা.)কে জীবিত রসূল এবং কুরআন করীমকে জীবিত গ্রন্থ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, তাতে খৃষ্টান বিশ্ব প্রভাবিত না হলেই আশ্চর্যের ছিল। ইংল্যাণ্ডের একাধিক যে মিশনারী সোসাইটিগুলি পাঞ্জাব তথা ভারতে কাজ করছিল, তারাও এর দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়। এই ঘটনার অভিঘাতে ১৮৯৪ সালে লন্ডনে সারা বিশ্বের পাদ্রীদের এক মহা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের একটি অধিবেশনের সভাপতিত্বকারী সময় লর্ড বিশপ অফ গ্লুস্টোর রেভারিন্ড চার্লস জন এলিকোট বলেন–

ইসলামের মধ্যে এক নতুন আলোড়নের লক্ষণ স্পষ্ট। তাদের মধ্য থেকে যারা এই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে, তারা আমাকে জানিয়েছে যে, ব্রিটিশ ক্ষমতাধীন ভারতে তাদেরকে এক নতুন প্রকারের ইসলামের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আর এই দ্বীপরাষ্ট্রেও কোথাও কোথাও এর লক্ষণ প্রকাশিত হচ্ছে। ..... এরা সেই সব বিদাতের ঘোর বিরোধী যেগুলির কারণে মহম্মদ (সা.)–এর ধর্ম আমাদের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। এই নতুন ইসলামের কারণে মহম্মদ (সা.) ক্রমেই পূর্বের সেই শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা অর্জন করে চলেছেন। এই পরিবর্তন অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায়। এছাড়া এই নতুন ইসলাম কেবল নিজের রক্ষণেই থেমে নেই, এর এক অতি আক্রমণাত্মক রূপও রয়েছে। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের মধ্যে কতিপয় এর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর দাবির চার বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই তাঁর পরাক্রম পাদ্রীদের হৃদয়ে ত্রাসের সঞ্চার করে। খৃষ্টান জগত উপলব্ধি করে ফেলে যে ইসলামের বিজয় এবং খৃষ্টবাদের পরাজয় আসন্ন। "

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মোবাহাসার শেষ দিন অর্থাৎ ৫ই জুন এই ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

'যেহেতু ডেপুটি আব্দুল্লাহ্ আথাম সাহেব কুরআন শরীফের অলৌকিক নিদর্শনসমূহকে সচেতনভাবে প্রত্যাখ্যান করছেন, এবং তিনি এর ভবিষ্যদ্বাণী সমূহকেও প্রত্যাখ্যান করেছেন আর এই মজলিসেই তিন জন ব্যধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে পেশ করে আমার সঙ্গে ঠাট্টা করেছেন যে, যদি ইসলাম ধর্ম সত্য হয় আর আমি সত্যিকার অর্থে ইলহাম প্রাপ্ত হই, তবে এই তিনজনের রোগ যেন নিরাময় করে দেখাই। অথচ আমি সর্বশক্তিমান হওয়ার দাবিও করি নি, কিম্বা কুরআন শরীফ অনুসারে শাস্তিযোগ্যও হতাম না, বরং বাইবেলেই তো খৃষ্টানদের ঈমানের নিদর্শন হিসেবে বর্ণিত আছে যে যদি সত্যিকার ঈমানাদার হয় তবে অবশ্যই তারা পঙ্গু, অন্ধ এবং বধিরদেরকে নিরাময় করবে। কিন্তু তবুও আমি তাঁর জন্য দোয়া করতে থেকেছি। (ক্রমশ....)

যুগ খলীফার বাণী

পরকালের বিষয়ে চিন্তিত এবং আল্লাহ্র ভয়ে ভীত ব্যক্তি সর্বপ্রথম নিজের ইবাদতের হিফাযতের বিষয়ে মনোযোগী হয়।

(খুতবা জুমা, ৪ঠা অক্টোব, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" কুরআন এবং রসুল করীম (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং প্রকৃত আনুগত্য মানুষকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে।"

(আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৪৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

করেন এবং তাদের কাজের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন।

হিউম্যানিটি ফার্স্ট জার্মানী' নামে তারা বিভিন্ন সামগ্রী তৈরী করেছে যেগুলি বিক্রির জন্য রাখা ছিল। ব্যবস্থাপকগণ সমস্ত সামগ্রী একটি থলেতে রেখে হুযুর আনোয়ারকে উপহার হিসেবে উপস্থাপন করেন। হুযুর আনোয়ার সেই জিনিসগুলির মূল্য জানতে চান এবং তৎক্ষণাৎ নগদে সেটি ক্রয় করে নেন।

এরপর হুযুর আনোয়ার তবলীগ বিভাগের অধীনে আয়োজিত প্রদর্শনী নিরীক্ষণ করেন। এই প্রদর্শনীটি ছিল কুরআন করীম, ইসলাম এবং জামাত আহমদীয়ার পরিচয় সম্পর্কে। প্রদর্শনীতে কিছু নতুন ফিচার্স যুক্ত হয়েছিল। বিশেষ করে টাচ স্ক্রীন যুক্ত হয়েছে। স্ক্রীনে ইসলাম আহমদীয়াত -এর পরিচয় উপস্থাপন করা হয়েছিল আর জামাতের ইতিহাসও উপস্থাপন করা হয়েছিল। হুযুর আনোয়ার (আই.) এই অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অংশ দেখেন।

এরপর হুযুর আনোয়ার ওসীয়্যত, কারিগরি ও ব্যবসা, ওয়াকফে জাদীদ, অডিও-ভিডিও এবং তালিমুল কুরআন বিভাগ-এর অফিসের পাস দিয়ে অতিক্রান্ত হওয়ার সময় বুকস্টলে আসেন এবং সূক্ষ্মভাবে নিরীক্ষণ করেন। এখানে টেবিলের উপর খুব সুন্দরভাবে বইগুলি সাজিয়ে রাখা হয়েছিল যাতে পুস্তক সংগ্রহকারীরা অনায়াসে নিজেদের পছন্দের বইটি নিতে পারেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) ন্যাশনাল ইশাআত সেক্রেটারীকে নির্দেশ দেন যে, খুতবাতে তাহের, খুতবাতে মসরূর এবং আনোয়ারুল উলুম-এর আরও নতুন খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলিও কাদিয়ান থেকে আনিয়ে নিন যাতে সবগুলি সেট পূর্ণ হয়। এছাড়াও আরও যে সব নতুন বই ছেপেছে সেগুলিও আনিয়ে নিন।

এরপর হুযুর আনোয়ার রিশতা নাতা (বিবাহ-সম্পর্কিত) বিভাগ ও জামিয়া আহমদীয়ার বিভিন্ন বিভাগে আসেন। সেখানে জামিয়া আহমদীয়ার বিভিন্ন কার্যকলাপ চিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল।

এরপর হুযুর আনোয়ার জায়েদাদ বিভাগ নিরীক্ষণ করেন। এই বিভাগের অধীনে সমগ্র জার্মানীতে নির্মিত মসজিদসমূহের ছবি বিভিন্ন তথ্য সহকারে উপস্থাপন করা হয়েছিল এছাড়াও আরও অনেক ভবনের ছবিও প্রদর্শনীতে রাখা হয়েছিল। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং মসজিদ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে গৃহীত ছবিগুলিও এখানে স্থান পেয়েছিল। এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) একটি হলে প্রবেশ করেন যেখানে তবলীগ বিভাগের অধীনে বিদেশি অতিথিদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং অতিথিদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে বিছানা পেতে রাখা হয়েছিল। থাকার জন্য নির্দিষ্ট এই অংশটির সাথেই তাদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল আর সারিবদ্ধভাবে টেবিল ও চেয়ার সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। প্রতিটি টেবিলে পানীয় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী রাখা ছিল। এছাড়া দুটি জায়গায় বাফেট পদ্ধতিতে খাবার রাখা হয়েছিল।

হুযুর আনোয়ার (আই.) রুটির একটি টুকরো মুখে নিয়ে খাবারের মান যাচাই করে দেখেন।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) একটি হলঘরে আসেন যেখানে অতিথিদের খাওয়ানো ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই হলঘরটিতে এক হাজার মানুষ একত্রে খাদ্যগ্রহণ করতে পারেন। টেবিলের উপর প্রচুর পরিমাণে পানির বোতল, গ্লাস ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী রাখা ছিল যাতে খাওয়ার সময় পানি হাতের কাছেই পাওয়া যায়। রাতের খাবার প্রস্তুত হয়ে হলঘরে পৌঁছে গিয়েছিল। হুযুর আনোয়ার খাওয়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন এবং এর গুণমান যাচাই করে দেখেন।

এরপর হুযুর আনোয়ার ভাঁড়ার ঘরে যান যেখানে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য ও পানীয় সামগ্রী মজুত করে রাখা হয়েছিল। প্রয়োজন অনুসারে এখান থেকেই খাদ্য সামগ্রী বিভিন্ন বিভাগে সরবরাহ করা হয়।

এরপর হুযুর আনোয়ার লঙ্গর খানা নিরীক্ষণ করেন। তিনি প্রথমে সেই দিকটিতে যান যেখানে মাংস কাটা এবং প্রস্তুত করা হয়। কাটা মাংস দেখার পর তিনি সেখানকার কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং এই নির্দেশও দেন যে মাংস কাটার পর তা যেন বাইরে না রাখা হয়, দ্রুত রেফ্রিজেরেটরে রেখে দেওয়া হয়।

লঙ্গার খানা পরিদর্শন করার সময় হুযুর সমস্ত ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষণ করেন এবং খাদ্যের গুণমান সম্পর্কে কথপোকথন করেন। আলু-মাংসের তরকারি ও ডাল রান্না হয়েছিল। হুযুর মাংস-আলু এবং ডাল দুটো তরকারি থেকেই কিছুটা খেয়ে দেখে বলেন, 'ডাল বেশি ভাল হয়েছে। মাংস-আলু আরও একটু সেদ্ধ হবে, দেগের মধ্য থেকে এক টুকরো মাংস এবং আলু নিয়ে পরীক্ষা করে দেখবেন।' লঙ্গার খানার কর্মীরা একটি বড় আকারের কেক তৈরী করে রেখেছিলেন। হুযুর আনোয়ার স্নেহপরবশ হয়ে সেখানে কর্তব্যরত খুদ্দামদের জন্য কেকটি কেটে দেন।

লঙ্গার খানার বাইরে দেগ ওয়াশিং মেশিন লাগানো হয়েছিল। গত আট বছর থেকে এই মেশিনটি লাগানো হচ্ছে আর প্রতি বছর এটিকে প্রযুক্তিগতভাবে উন্নততর করে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। তিন জন আহমদী ইঞ্জিনিয়ার অনেক পরিশ্রম করে মেশিনটি তৈরী করেছেন।

এবছর এটিকে আরও দক্ষ ও উন্নত করে তোলা হয়েছে। আগে দেগ রাখার পর বোতাম টিপতে হত, যার পর দেগ ধোওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হত। কিন্তু এখন বোতাপ টেপার প্রয়োজন নেই, স্বয়ংক্রিয়ভাবেই দেগ ধোওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। এর মধ্যে একটি সেন্সর সিস্টেম লাগানো আছে যার কারণে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে।

এবছর মেশিনে চারটি নতুন জিনিস যুক্ত হয়েছে। এখন মেশিন বন্ধ হওয়ার পর নিজে থেকেই ঠিক হয়ে যায়। গত বছর দুই মিনিটে একটি দেগ ধোওয়া সম্ভব হত, এবছর এক মিনিটে একটি দেগ ধোওয়া যায়।

এরপর হুযুর পেয়াজ কাটার মেশিন দেখেন এবং সেখানকার ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষণ করেন।

এরপর হুযুর আনোয়ার বাজার নিরীক্ষণ করেন। বাজারে বিভিন্ন সামগ্রী এবং খাবারের স্টল লাগানো হয়েছিল। প্রতিটি স্টলের সামনে খুদ্দামরা নিজেদের স্টলে তৈরী হওয়ার সামগ্রী হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

হুযুর আনোয়ার প্রতিটি স্টলের সামনে দিয়ে অতিক্রান্ত হওয়ার সময় বিভিন্ন খাবার থেকে সামান্য অংশ নিয়ে তা মুখে দিতেন। অনেক সময় তা খুদ্দামদেরকেও দিয়ে দিতেন বা সেই জিনিসের উপর নিজের হাত রেখে দিতেন আর এভাবে সৌভাগ্যবান খুদ্দামরা হুযুরের স্নেহ ও বরকত লাভে ধন্য হতে থাকে।

বজার পরিদর্শনের পর হুযুর আনোয়ার প্রাইভেট তাঁবুর এলাকায় আসেন এবং ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষণ করেন। মোট ৬৩০ টি প্রাইভেট তাঁবু লাগানো হয়েছে, যাতে প্রায় তিন হাজার অতিথির থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁবুগুলিকে ঘিরে একটি বেড়া দেওয়া হয়েছে যাতে একটি গেট লাগানো আছে। এই পরিধির মধ্যে প্রবেশ করতে হলে রেজিস্ট্রেশন কার্ড চেকিং এবং স্ক্যানিং করানো আবশ্যক।

হুযুর আনোয়ার (আই.) তাঁবুর সারির মাঝ বরাবর অতিক্রান্ত হওয়ার সময় তাঁকে দেখার জন্য তাঁবুতে থাকা অতিথিরা নিজেদের তাঁবুর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাদের কেউ কেউ তাঁবু খাটানোর কাজ করছিল। তারা সকলে হুযুর আনোয়ারকে হাত তুলে সালাম নিবেদন করেন। হুযুর সকলের সালামের উত্তর দেন এবং কারো কারো সঙ্গে কথাও বলেন। বিভিন্ন আকারের তাঁবু ছিল। হুযুর কয়েকটি পরিবারকে জিজ্ঞাসা করেন যে সেখানে কতজন পরিবার থাকতে পারে।

হুযুর আনোয়ার লাজনা জলসা গাহ-র ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষণ করার পর জলসা সালানার ডিউটির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আসেন।

জলসা সালানা জার্মানীতে সমস্ত ব্যবস্থাপনার জন্য জলসা সালানা অফিসার, অফিসার জলসা গাহ এবং অফিসার খিদমতে খালক-এর সঙ্গে ২১ জন জলসার নায়েব অফিসার এবং ১৬৭ জন নাযিম বা ব্যবস্থাপক এবং ৪৮৬জন নায়েব নাযিম বা সহ-ব্যবস্থাপক এবং মোট ৪৯৭০জন স্বেচ্ছাসেবী রয়েছেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) স্টেজে আসেন এবং কুরআন করীমে তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর হুযুর নিজের বক্তব্য রাখেন।

তাশাহুদ ও তাউয পাঠের পর হুযুর আনোয়ার বলেন, ইনশাআল্লাহ্ কাল থেকে জামাত আহমদীয়া জার্মানী-র জলসা সালানা আরম্ভ হচ্ছে। জলসার জন্য যে সব ব্যবস্থাপনা করা হয় সেগুলিকে আজ চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার পর প্রথা অনুযায়ী আজ এগুলির নিরীক্ষণ করানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাত আহমদীয়া জার্মানীর কাছ থেকে এই প্রত্যাশা করা যায় না যে এখানকার ব্যবস্থাপনায় কোন ত্রুটি থাকবে অথচ আপনাদের তা জানা নেই। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় প্রচুর অভিজ্ঞ কর্মীরা রয়েছে। যদি কোন ত্রুটি থাকে তবে তা মনুষ্যজনিত কারণে হতে পারে। কিম্বা অনেক অভিজ্ঞতা আছে এমন আত্মতুষ্টিতে ভুগে সব কিছুকে

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

মহানবী (সা.)-এর বাণী

কোন জিনিসে যত নম্রতা ও কোমলতা থাকে, সেই বস্তুর জন্য তত বেশি সৌন্দর্যের কারণ হয় আর যেটি থেকে কোমলতা ও নম্রতা হারিয়ে যায়, সেটি ততটাই কুৎসিত হয়ে পড়ে।" (সহী মুসলিম)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

গুরুত্বহীন মনে করে বসা।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কর্তব্যপ্রদানকারী আমাদের কর্মীদের একথা স্মরণ রাখা উচিত যে যেখানে তারা একটু গাছাড়া মনোভাগ দেখাবে বা কোন কাজকে সাধারণ মনে করবে সেখানে কাজের মধ্যে বরকত থাকে না। তাই সমস্ত নাযিম, নায়েব এবং অন্যান্য কর্মীরা বিভিন্ন বিভাগে যে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়োজিত আছে, তারা যেন ভীষণ গুরুত্ব দিয়ে সম্পাদন করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: বিগত দুই তিন বছরে দেখা যাচ্ছে যে পাকিস্তান থেকে আসা শরণার্থী হিসেবে আবেদনকারীদের সংখ্যা অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদেরও ডিউটি লাগানো হয়েছে। কিন্তু তাদের কোনও অভিজ্ঞতা নেই। তারা যেন নিজেদের অফিসার বা সহকর্মীদের অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করে। পাকিস্তানে ত্রিশ বছর থেকে জলসা=ই অনুষ্ঠিত হয় নি। তাই এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানের কারণে তাদের অভিজ্ঞতা নেই অথচ জলসার ব্যবস্থাপনা ব্যপক আকারে হয়ে থাকে। তাই প্রত্যেক কর্মীর উচিত নিজের নিজের কাজকে ভীষণ গুরুত্ব সহকারে দেখা এবং কর্তব্য পালনের চেষ্টা করা। আপনাদের অভিজ্ঞতা আছে তাই শেষ মুহূর্তে কাজ সম্পন্ন করে ফেলবেন এমন ভরসায় থাকবেন না।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ধারাবাহিকভাবে এবং নিয়মিত কাজ করুন এবং নিজেদের কর্তব্য পালন করুন। আপনাদের কাজে ততক্ষণ বরকত হবে না যতক্ষণ আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী হবে না এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন হবে না। তাই যথাসময়ে নামায পড়ার চেষ্টা করুন এবং মুখ সব সময় দোয়া দ্বারা সিক্ত রাখুন যাতে এখানকার পরিবেশে আরও বেশি আধ্যাত্মিকতা সৃষ্টি হয় আর এই আধ্যাত্মিকতার প্রভাব আপনাদের বাহ্যিকতা, কথাবার্তা এবং মানসিকতার উপরও স্পষ্ট হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, কাজেই এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সব সময় একথা স্মরণ রাখা উচিত যে প্রকৃতপক্ষে আমাদের কাজ দোয়ার দ্বারাই সম্পন্ন হয়। এত বিশাল আয়োজন, বিদেশ থেকে আসা লোকের সমাগম-এই সব কিছু দেখে আশ্চর্য হতে হয়। আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে এই কর্মীদের কেউই পেশাদার বা কোন কাজে দক্ষ নয়, সকলেই স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করছে, তখন তাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। কাজেই এসব আল্লাহ্ তা'লারই কৃপা যা আমাদের উপর বর্ষিত হচ্ছে, জামাত আহমদীয়ার উপর বর্ষিত হচ্ছে। এই কৃপাকে আরও বেশি করে লাভ করতে হলে দোয়ার ভীষণ প্রয়োজন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অনুরূপভাবে পৃথিবীর যে পরিস্থিতি তার কারণে প্রত্যেক বিভাগের কর্মীদের এবং সামগ্রিকভাবে প্রত্যেক আহমদীকে নিজের আশপাশের পরিবেশের উপর (সতর্কতামূলক) দৃষ্টি রাখা উচিত, আমাদের মাঝে এমন কিছু যেন না থাকে যা কোনও ভাবে কোন কাজে বিশৃঙ্খলা তৈরীর চেষ্টা করতে পারে। কাজেই এই কথাগুলি মনে রাখবেন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে সর্বোত্তম পন্থায় নিজেদের কর্তব্য পালনের তৌফিক দান করুন।

১৩ই জুন, ২০১৪

বিদেশি অতিথিদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাত

সর্বপ্রথম বুলগেরিয়া থেকে আগত ইভান গ্রুইকিন নামে এক উকিল হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করেন। বুলগেরিয়াতে জামাতের নথিভুক্ত হওয়ার বিষয়টি বর্তমানে ইউরোপিয়ান কোর্টে রয়েছে আর উক্ত ভদ্রলোক এই মামলাটির তদারকি করছেন।

ভদ্রলোক হুযুর আনোয়ারের সমীপে নিবেদন করেন যে তিনি এখানে জলসায় এসে ভীষণ আনন্দিত, এখানকার ভ্রাতৃত্ববোধ ও ও ভালবাসার দৃশ্য দেখে আপ্লুত হয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমি প্রত্যেকের মুখে হাসি দেখেছি। হুযুরের খুতবাও শুনেছি আর এটি আমাকে প্রভাবিত করেছে।

বুলগেরিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার ভদ্রলোকের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। ভদ্রলোক বলেন, বুলগেরিয়ায় দশ শতাংশ মুসলিম হলেও যেহেতু সেখানে জোটের সরকার, সেই কারণে মুফতিদের প্রভাব রয়েছে। তথাপি আমি জামাতের নথিভুক্তিকরণ নিয়ে আশা রাখি।' হুযুর আনোয়ার বলেন, আইনি প্রক্রিয়ায় যতদূর সম্ভব আমরা যাব আর শেষ পর্যন্ত আমরা যাব। হুযুর আনোয়ার উকিল মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এরপর ক্রোয়েশিয়া ও এস্টোনিয়া থেকে আগত অতিথিদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার সাক্ষাত করেন।

ক্রোয়েশিয়া থেকে এবার চার জন অতিথি এসেছিলেন যাদের মধ্যে একজন কৃষি বিভাগের সঙ্গে যুক্ত। সেদেশে তিনি সোসাল ওয়েলফেয়ার কমিউনিটির নেতা। অন্য তিনজন মহিলা, যারা ইউনিভার্সিটিতে আইন এবং পাবলিক রিলেশনস নিয়ে ইংরেজি ভাষায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রিতে অধ্যয়ন রত আছেন।

সাক্ষাতকালে ছাত্রীরা হুযুর আনোয়ারকে একাধিক প্রশ্ন করে। প্রশ্ন গুলি ছিল ইসলাম-বিদ্বেষ, সমাজ মাধ্যমের আচরণ এবং ধর্ম থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণ, ইসলামের নারীর মর্যাদা এবং নারীদের অধিকার প্রসঙ্গ নিয়ে।

এক ছাত্রী প্রশ্ন করে যে, ক্রোয়েশিয়ায় মুসলমানদের সংখ্যা নিতান্তই কম হওয়ার কারণ কি আর ইসলাম সম্পর্কে সেদেশে এত উদাসীনতা কেন?

হুযুর আনোয়ার (আই.) এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, এর প্রধান কারণ চরমপন্থা এবং ইসলামের সঠিক ও প্রকৃত শিক্ষাকে ভুলিয়ে দেওয়া। আর মুসলমানদের এহেন দশা হওয়া নতুন কোন বিষয় নয়। এই যুগ সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। আঁ হযরত (সা.) বলেছিলেন, ইসলামের জন্য এমন এক যুগ আসবে যখন ইসলামের নাম উচ্চারণকারীরা এর শিক্ষাকে ভুলে বসবে আর মুসলমানেরা কেবল নামমাত্রই মুসলমান থাকবে। মসজিদগুলি নামাযীতে পরিপূর্ণ থাকবে ঠিকই, কিন্তু সেগুলি হবে হিদায়াতশূন্য। কুরআনের অক্ষরগুলি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তাদের উলেমারা আকাশের নীচে বসবাসকারী নিকৃষ্টতম জীব হবে। অর্থাৎ যাবতীয় মন্দের উৎস হবে। তখন একজন সংস্কারক আসবেন যিনি সকলকে একত্রিত করবেন, সমস্ত ধর্মের অনুসারীদেরকে এক হাতে সমবেত করে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার বাণীর প্রসার করবেন, সকলকে ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করবেন।

আঁ হযরত (সা.)-এর সেই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি মসীহ ও মাহদী রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। ১৮৮৯ সালে জামাতে আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত হয়।

তিনি যখন মসীহ ও মাহদী হওয়া দাবি করলেন, সকলেই তাকে প্রত্যাখ্যান করল, কিন্তু আমরা তাঁকে গ্রহণ করেছি। আজ আমরাই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রসারের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছি। এই কারণে আপনারা দেখবেন অন্যান্য মুসলমানদের চেয়ে আমাদের কর্মপন্থা ভিন্ন। অন্যান্য মুসলমানদের কার্যকলাপ আপনাদের সামনেই রয়েছে। মুসলমান দেশগুলির ভূমিকা কি তাও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। মুসলমান দেশগুলির শাসক ও নেতারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অনুসরণ করছে না। ইসলামের শিক্ষা মেনে চলছে না। যে কারণে এই দেশগুলি বিভিন্ন প্রকারের সমস্যা ও বিপদাপদের সম্মুখীন হচ্ছে। অপরদিকে জামাত আহমদীয়া ক্রমাগতভাবে এগিয়ে চলেছে। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মুসলমান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা আহমদীয়াতে প্রবেশ করছে আর আমরা ক্রমশ বেড়ে চলেছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি আশা করি, একদিন সকলের ভ্রান্ত ধারণা দূর করব এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। ইনশাআল্লাহ।

এক ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করেন, মসীহ (আ.) এসে কি মুসলমানদের হৃদয় পাল্টে দিয়েছেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: ঠিক তাই। তিনি যখন মসীহ ও মাহদী হওয়ার দাবি করেন, তখন তিনি নিঃসঙ্গ ছিলেন। আর যখন মৃত্যু বরণ করলেন, তখন প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ তাঁর অনুসারী ছিল যাদের ৯৯.৯ শতাংশ মুসলমানদের মধ্য থেকে এসেছিল। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি তাদের অন্তর, কর্মপন্থা এবং চরিত্র পাল্টে ফেলেছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, পশ্চিম আফ্রিকায় আমাদের জামাতের অনেক সদস্য আছেন। পূর্ব আফ্রিকায়ও আমাদের জামাত আছে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, সুদূর প্রাচ্যের দেশসমূহে, ইন্ডোনেশিয়া, পাকিস্তান এবং ভারতে আমাদের অনেক সদস্য আছে। সমগ্র বিশ্বে বিস্তৃত এই সম্প্রদায়ের নৈতিকতা, চরিত্র এবং কার্যকলাপ একই রকম। একমাত্র আহমদীয়া সম্প্রদায়ই ইসলামের সঠিক শিক্ষার উপর অনুশীলন করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, কুরআন করীম সকলের জন্য। এখন গ্রন্থ একটি হলেও এর মান্যকারীদের কার্যকলাপের মধ্যে তারতম্য রয়েছে। মোল্লারা এর শিক্ষাকে বিকৃত করেছে, অপরদিকে আহমদীরা এর প্রকৃত শিক্ষা মেনে চলছে।

একজন অতিথি প্রশ্ন করেন, বর্তমান যুগের যুবক শ্রেণী কোনও ধর্মকেই গ্রহণ করতে চায় না।

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি আহমদী যুবকদের মাঝে এমনটি দেখবেন না। মানুষ ধর্মের বিষয়ে পাল্টে গিয়েছে, তারা খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেকেই খোদার অস্তিত্ব এবং ধর্মের প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাসী।

দ্বিতীয়ত পুণ্য প্রকৃতির লোকেরা যখন আহমদীদের কার্যকলাপ দেখে, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা দেখে, তখন তাদের উপর এসবের প্রভাব পড়ে আর এভাবে অনেক যুবক আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে।

ধর্ম এবং বিজ্ঞানের মাঝে সংঘাতের বিষয়ে একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন-

'বিজ্ঞান এবং কুরআন -এর মাঝে কোন সংঘাত নেই। কুরআন করীম বলে, বিগ ব্যাং থিয়োরি সঠিক, ব্ল্যাকহোকের অস্তিত্ব রয়েছে, আর কিভাবে আমাদের পৃথিবী এবং সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড অস্তিত্ব লাভ করেছে তা ব্যাখ্যা করে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) ডক্টর আব্দুস সালামের কথা উল্লেখ করে বলেন, তিনি বলতেন- কুরআন

করীমের সাতশটি আয়াত রয়েছে যেগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিজ্ঞানের সম্পর্ক রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) ক্লেমেন্ট রেগ=এর উল্লেখ করে বলেন, তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবনের শেষ বছরে ১৯০৮ সালের মে মাসে লাহোরে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এরসঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন। তিনি তাঁর সঙ্গে বিজ্ঞান এবং কুরআন সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করেছিলেন যে উভয়ের মধ্যে কোন সংঘাত রয়েছে? হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে উভয়ের মধ্যে কোন সংঘাত নেই। মি. ক্লেমেন্ট রেগ সাহেব ভীষণ সন্তুষ্ট হন এবং আহমদীয়াতও গ্রহণ করেন।

পুরুষ ও নারীদের সমান অধিকারের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে হুযুর আনোয়ার বলেন, কুরআন করীম মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত করে, উত্তরাধিকারের অধিকার দেয়- ইসলাম সূচনা লগ্ন থেকেই অর্থাৎ ১৪শ' বছর পূর্ব থেকেই এই উত্তরাধিকারের অধিকার দিয়ে রেখেছে। অনুরূপভাবে তালাকের অধিকার, পৃথক হওয়ার অধিকার দিয়ে রেখেছে। কিন্তু ইউরোপে মাত্র কয়েকশ বছরং পূর্বেই তালাকের অধিকা দেওয়া হয়েছে।

ইসলাম পুরুষ ও মহিলাকে দৈনন্দিন বিষয়াদিতেও সমান অধিকার প্রদান করেছে। বর্তমান বিশ্বে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের সংখ্যা বেশি। বলুন তো পৃথিবীতে এমন কয়টি দেশ আছে যেখানে মহিলারা রাষ্ট্রপতি কিম্বা প্রধানমন্ত্রী পদে রয়েছে? এর অর্থ মহিলাদেরকে তাদের অধিকার প্রদান করা হচ্ছে না। অপরদিকে ইসলাম পুরুষ ও মহিলা উভয়কে তাদের নিজের নিজের অধিকার দেয় এবং উভয়ের কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছে।

মেয়েরা শিক্ষার্জনও করে এবং বাইরেও কাজ করতে পারে, কিন্তু যদি পুরুষ যথেষ্ট উপার্জনশীল হয় সেক্ষেত্রে স্ত্রীর সব থেকে উৎকৃষ্ট দায়িত্ব হল সংসার দেখাশোনা করা এবং সন্তানদের লালন-পালন করা। এই কারণে আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, জান্নাত মায়েদের পায়ের নীচে। কেননা মহিলা (মা) সন্তানের প্রতিপালন করে এবং সমাজের জন্য উপযোগী সত্তা হিসেবে তাদেরকে গড়ে তোলে , ভবিষ্যতে যে সন্তান দেশ ও জাতির উন্নতির কারণ হয়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) আঁ হযরত (সা.)-এর একটি হাদীসের উল্লেখ করে বলেন, যে ব্যক্তির তিন কন্যা সন্তান রয়েছে এবং সে তাদের সঠিক প্রতিপালন করেছে, সে জান্নাতে যাবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা যে কথা বিশ্বাস করি তা ব্যবহারিক অর্থে মেনেও চলি। অপরদিকে অন্যান্য মুসলমানেরা সেগুলিকে মেনে চলে না।

জামাত আহমদীয়ার দ্বিতীয় খলীফা মহিলাদের জন্য একটি পৃথক সংগঠন তৈরী করেছেন, যাতে পুরুষরা যদি নিজেদের ধর্মীয় কর্তব্য ও দায়িত্বাবলী পালন না করে, সেক্ষেত্রে মহিলারা যেন সেই কাজ করে। কেননা আমরা চাই মহিলারা পুরুষদের থেকে বেশি উন্নতি করুক।

হুযুর আনোয়ার বলেন, একটি বৃহত বৃক্ষের পাশেই যদি চারাবৃক্ষ রোপন করা হয় তবে চারাবৃক্ষের বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু যদি সেই চারাবৃক্ষটিকেই উন্মুক্ত স্থানে রোপন করা হয়, তবে তা দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করবে। অনুরূপভাবে মহিলাদের পৃথক সংগঠন তৈরী করা হয়েছে যাতে তারা উন্নতি করার সুযোগ পায়।

ছাত্রীরা অকপটে একথা স্বীকার করে যে, তাদের পক্ষ থেকে করা প্রশ্নগুলির হুযুর অসাধারণ ভঙ্গিতে বিশদে উত্তর দিয়েছেন আর এতে তারা সন্তুষ্ট হয়েছে।

সাক্ষাতকারী দলের সদস্যরা একথা অকপটে স্বীকার করেছেন যে হুযুর আনোয়ারের যুক্তি উপস্থাপনা, সমস্ত বিষয়কে যে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তিনি দেখেন আর উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন তা আমাদের ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে।

কৃষি বিভাগের সঙ্গে যুক্ত এক ভদ্রলোক বলেন, খলীফাতুল মসীহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাত করা আমার জন্য বিরাট সম্মানের বিষয়। সাক্ষাতের পূর্বে আমাদের ধারণাও ছিল না যে আহমদীদের নিকট খলীফার মর্যাদা কি? জলসায় অংশগ্রহণ করে, আহমদীদের সঙ্গে সাক্ষাত করে এবং হুযুর আনোয়ারের ভাষণ শুনে তাঁর উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে অনুধাবন করলাম। তাঁর কাছে উপস্থিত হওয়ার সময় আমরা কিছুটা ভীত ছিলাম, কিন্তু সেই ভীতি অচিরেই ভালবাসা ও সম্মানে বদলে গেল। খলীফার কথাগুলি থেকে আমরা সকলে নিজেদের বুকে এক প্রকারের উষ্ণতা অনুভব করেছি। এখন আমরা ইসলামকে অন্য চোখে দেখতে শুরু করেছি। ইসলাম সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আমূল পরিবর্তন হয়েছে।

স্টাস্ট ব্যারিক নামে এক ছাত্র নিজের আবেগ অনুভূতির কথা ব্যক্ত করে বলেন, হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত আমার জন্য এক বিরল অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁর সঙ্গে আমি এবং আমার বন্ধুরা ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাত করার এবং কথা বলার সৌভাগ্য লাভ করেছি। আমার মতে হুযুর আনোয়ারের আচরণ অত্যন্ত বন্ধুসুলভ, তিনি অত্যন্ত উদার মনের। সাক্ষাতের জন্য আসা প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভালভাবে চেনার তিনি চেষ্টা করেন। সাক্ষাতের পরিবেশ অত্যন্ত মনোরম ছিল, এক বিশেষ প্রকারের আধ্যাত্মিকতা ছিল।

হুযুর আনোয়ারের স্নেহপরায়ণতা আমাদের মনের মধ্যে থাকা তাঁকে কিছু প্রশ্ন করার সাহস করার সাহস জুগিয়েছে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে মুষ্টিমেয় মুসলমানদের কারণে সারা বিশ্বে মুসলমানদেরকে যে বিদ্বেষের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, জামাত আহমদীয়া তার মোকাবিলা কিভাবে করে? মুসলমানদের মধ্যে কতজন আহমদীয়াত গ্রহণ করে? কুরআন করীম অনুসারে নারীর মর্যাদা কি? এবং যুব সমাজ কি কারণে ধর্ম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে?

হুযুর আনোয়ার যেভাবে আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন তা আমাদেরকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে। তিনি আমাদের প্রত্যেকটি প্রশ্নের বিশদ উত্তর দিয়েছেন আর নিজের হাসি দিয়ে আমাদের উৎসাহিত করতে থেকেছেন এবং জিজ্ঞাসা করেছেন যে আমরা কি আরও কিছু জানতে চাই কি না? তিনি এও জিজ্ঞাসা করেছেন যে আমরা তাঁর উত্তরে সন্তুষ্ট কি না? আমরা তাঁকে জানিয়েছি যে তাঁর সমস্ত উত্তর সন্তোষজনক ছিল আর এখন আমরা পুরোপুসি আশ্বস্ত।

এরপর আমি এও বলতে চাই যে এমন স্নেহপরায়ণ মানুষের সঙ্গে সাক্ষাত করার সৌভাগ্য লাভ করে আমি ভীষণ আনন্দিত। আমি এই অনুভূতি ক্রোয়েশিয়া সঙ্গে নিয়ে যাব আর দীর্ঘকাল এই মুহূর্তগুলির স্মৃতি রোমন্থন করব।

স্লোভেনিয়া থেকে ১০জন অতিথি এসেছিলেন। হুযুর আনোয়ার সকলের সঙ্গে পরিচয় করে তাদের কাছে জলসার বিষয়ে জানতে চান।

অতিথি দলের মধ্যে ছিলেন যোম্যাগো পাভলিকিক, যিনি অনুবাদক হিসেবে কাজ করেন আর স্লোভেনিয়ান ভাষায় জামাতের বই-পুস্তক অনুবাদ করার কাজে সহায়তা করছেন।

তিনি বলেন, জলসায় অংশগ্রহণের পূর্বে জামাতের বিষয়ে যতটুকু জেনে ছিলাম, তা কেবল বই পড়েই। কিন্তু জলসায় অংশগ্রহণ করে এবং জলসার পরিবেশ দেখে এখন বিশ্বাস জন্মেছে যে যা কিছু আমি জামাতের বিষয়ে পড়েছিলাম তা সবই সত্যি। তিনি বলেন, জলসায় আসার পূর্বে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ উক্তি 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে' পড়েছিলাম, কিন্তু জলসায় বিভিন্ন লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে এবং জলসার পরিবেশ দেখে সেই উক্তির তাৎপর্যও অনুধাবন করেছি, কিভাবে জামাতের সমস্ত সদস্য উক্তি মেনে চলে তা প্রত্যক্ষ করেছি।

হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত শেষ হওয়ার পর তিনি বলেন, সাক্ষাতকালে জামাত আহমদীয়ার খলীফা প্রতিটি বিষয়ের উপর কথা বলার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। জামাতের খলীফাকে এত বেশি প্রশ্ন করা হচ্ছিল আর তিনি প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর হাসিমুখে দিয়ে যাচ্ছিলেন।

জ্যাঙ্কো ইভান সাহেব সাক্ষাতের জন্য এসেছিলেন। তিনি একজন আইটি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করেন। বর্তমানে স্লোভেনিয়ান ফ্লাইয়ার এবং ওয়েবসাইট ডিজাইন-এর সাহায্য করেন। তিনি নিজের আবেগ অনুভূতির কথা ব্যক্ত করে বলেন, জলসার ব্যবস্থাপনা দেখে এবং বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে আলাপ করে ভাল লেগেছে। আমি জীবনে কখনও এমনটি দেখি নি যে একটি সংগঠনের সমস্ত সদস্য ভাল এবং এত স্নেহপরায়ণ। প্রত্যেকের আচরণ উন্নত এবং বিনয়পূর্ণ ছিল।

হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি বলেন, এই সাক্ষাত আর এই মুহূর্তগুলি আমি কখনও ভুলব না। এগুলি জীবনের এমন অমূল্য মুহূর্ত যা কখনও ফিরে আসবে না।

এক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রী ও তিন সন্তানসহ জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, যারা কিরঘিযস্তানের বাসিন্দা। ৮ বছর থেকে স্লোভেনিয়ায় বাস করছেন। আসাদ সাহেব কয়েক বছর তুর্কিতে ইসলামী মাদ্রাসাতেও শিক্ষা লাভ করেছেন। জামাত সম্পর্কে তিনি কিছু ভুল তথ্যও পেয়েছিলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেগুলি এই জলসায় অংশগ্রহণের পর দূর হয়েছে।

তিনি নিজের আবেগ অনুভূতির কথা ব্যক্ত করে বলেন, এখানে জলসার ব্যবস্থাপনা অসাধারণ ছিল। সব কিছু উৎকৃষ্ট মানের ছিল। সর্বত্রই আমি ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ দেখেছি। এত বিশাল জন সমাবেশ, অথচ কোথাও কোন ত্রুটি নেই, কোন বিঘ্ন নেই।

ক্রোয়েশিয়া এবং স্লোভেনিয়ার অতিথিদের সঙ্গে এই সাক্ষাত পর্বটি ৮:৫০টায় সমাপ্ত হয়।

হাঙ্গেরী থেকে আসার অতিথিদের সঙ্গে সাক্ষাত

হাঙ্গেরী থেকে ১৫ জন অতিথি এসেছিলেন হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে। হুযুর সর্বপ্রথম প্রত্যেকের পরিচয় জেনে নেন।

পেশায় ফোটোগ্রাফার মি. কোনকোলি জর্জিও বলেন, তিনি জলসার সমস্ত অনুষ্ঠানের স্থির ও চলচিত্র ধারণ করছেন। তিনি বিভিন্ন দূতাবাসে অনুষ্ঠান কভার করে থাকেন। হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি বলেন, সাক্ষাত আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে। আমি হুযুরের

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 6 Thursday, 15 July, 2021 Issue No.28

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

আর যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র ঘোষণা দিবে সে আমার হাত থেকে স্বীয় প্রাণ ও সম্পদ রক্ষা করবে, তবে কোন বৈধ কারণ থাকলে ভিন্ন কথা আর তার হিসাবের দায়িত্ব আল্লাহ্‌র হাতে। একথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! নামায ও যাকাতের মধ্যে যে-ই পার্থক্য করবে আমি তার সাথে লড়াই করব, কেননা সম্পদের ওপর যাকাত প্রদেয়। আর আল্লাহ্‌র কসম! তারা যদি আমাকে (উটের) হাঁটু বাঁধার একটি রশি দিতেও অস্বীকার করে যা তারা মহানবী (সা.)-কে দিতো তাহলে তা না দেওয়ার কারণেও (আমি) তাদের সাথে লড়াই করব। হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! এরপর আমি দেখি যে, লড়াই এর জন্য আল্লাহ্ তা'লা হযরত আবু বকর (রা.) -এর বক্ষ উন্মোচিত করেন- তখন আমি অনুধাবন করি যে, এটিই সত্য।

(সহী আল বুখারী, কিতাবুল এতেসাম , হাদীস-৭২৮৪, ৭২৮৫)

হযরত উসমা বিন যায়েদ এর বাহিনী যাত্রার প্রাক্কালে হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উসামাকে কিছু নির্দেশনা দান করেন। হযরত উসামা আরোহিত ছিলেন আর হযরত আবু বকর (রা.) তার সাথে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। হযরত উসামা অনুরোধ করেন যে, আপনি বাহনে আরোহন করুন, নতুবা আমিও বাহন থেকে নেমে যাব। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তুমি নামবে না আর খোদার কসম, আমি আরোহন করব না। তিনি আরো বলেন, আর আমার কী হয়েছে যে, আমি আমার পা কিছুক্ষণ আল্লাহ্‌র পথে ধূলামলিন করব না! কেননা গাজীর নেওয়া প্রতিটি পদক্ষেপের প্রতিদানে সাতশত পুণ্য লেখা হয় আর তার পদমর্যাদা সাতশত গুণ বৃদ্ধি পায় এবং তার সাতশত অপরাধ ক্ষমা করা হয়। নির্দে শনা দেওয়ার পর হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উসামাকে বলেন, তুমি যদি সমীচীন মনে কর তাহলে উমরের মাধ্যমে আমার সাহায্য কর। অর্থাৎ তিনি হযরত উসামার কাছে হযরত উমরকে তার কাছে রেখে যাওয়ার অনুমতি চান, কেননা মহানবী (সা.) হযরত উমরকে সেই বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তখন হযরত উসামা তাকে উক্ত অনুমতি প্রদান করেন।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৪৬)

হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে ইয়ামামার যুদ্ধে ৭০জন হাফেয শাহাদত বরণ করেন- এ সম্পর্কে হযরত যায়েদ বিন সাবেত আনসারী রেওয়ায়েত করেন যে, ইয়ামামার লোকদের যখন শহীদ করা হয় তখন হযরত আবু বকর (রা.) আমাকে ডেকে পাঠান আর সেই সময় তার কাছে ছিলেন হযরত উমর (রা.)। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, উমর আমার কাছে এসেছেন আর তিনি বলেছেন যে, ইয়ামামার যুদ্ধে বহু মানুষ শহীদ হয়েছে। আমার আশঙ্কা হলো অন্যান্য যুদ্ধেও ক্বারীরা নিহত হতে পারেন। এভাবে কুরআনের অনেক অংশ নষ্ট হয়ে যাবে, যদি না তুমি কুরআনকে একস্থানে একত্রিত কর। আর আমার মত হলো, আপনি কুরআনকে একস্থানে একত্রিত করুন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি উমরকে বলি, আমি এমন কাজ কীভাবে করতে পারি যা মহানবী (সা.) করেন নি! উমর বলেন, খোদার কসম, আপনার এই কাজটি শুভ হবে। উমর আমাকে বার বার এটিই বলতে থাকেন, এমনকি আল্লাহ্ তা'লা এর জন্য আমার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেন আর এখন আমিও তা সমীচীন মনে করি যা উমর সমীচীন মনে করেছেন। হযরত যায়েদ বিন সাবেত বলেন, তখন হযরত উমর (রা.) সেখানে নীরব হয়ে বসেছিলেন , কথা বলছিলেন না। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তুমি যুবক ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি আর আমরা তোমার বিষয়ে কোন কুধারণা করি না। তুমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওহী লিপিবদ্ধ করতে। তাই যেখানে যেখানে কুরআন আছে সন্ধান কর। আর এরপর সেগুলো নিয়ে একস্থানে একত্রিত কর। হযরত যায়েদ বিন সাবেত বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, যদি তিনি পাহাড়গুলোর মধ্য থেকে কোন একটি পাহাড়কে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব ন্যস্ত করতেন তাহলেও আমার জন্য সেই কাজ ততটা কঠিন হতো না যতটা কিনা এই কাজ, যা করার জন্য তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, অর্থাৎ পবিত্র কুরআন সংকলিত করা। আমি বললাম, আপনারা উভয়ে সেই কাজ কীভাবে করতে পারেন যা মহানবী (সা.) করেন নি! হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, খোদার কসম, এটি ভালো কাজ। আমি তাকে বার বার বলতে থাকি, অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা এই কাজের জন্য আমার বক্ষও উন্মুক্ত করে দেন যার জন্য আল্লাহ্ তা'লা হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)-এর বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। আমি দণ্ডায়মান হই এবং পবিত্র কুরআনের অনুসন্ধান করতে থাকি। সেটিকে চামড়ার টুকরো, কাঁধের হাড়, খেজুরের শাখা এবং মানুষের বক্ষ থেকে একত্রিত করতে থাকি। এমনকি আমি সূরা তওবার দুটি আয়াত হযরত হুযায়মা আনসারীর কাছে পাই, যেগুলো তিনি ছাড়া আর কারো কাছে পাই নি। আর সেগুলো হলো- لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ (সূরা তওবা: ১২৮) অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমাদের কাছে তোমাদেরই মাঝ থেকে একজন রসূল এসেছেন। তোমাদের কষ্ট পাওয়া তার কাছে অসহনীয় আর তিনি তোমাদের মঙ্গলের লোভ রাখেন, মু'মিনদের জন্য অত্যন্ত দয়াদ্রচিত্ত ও বার বার কৃপাকারী। এখানে শুধু একটি আয়াতের উল্লেখ রয়েছে, হাদীসে যদিও দুটি আয়াত লেখা আছে। হয়ত পরের আয়াতও থাকবে।

এরপর রেওয়ায়েত রয়েছে যে, যেসব পৃষ্ঠায় পবিত্র কুরআন একত্রিত করা হয়েছিল সেগুলো হযরত আবু বকর (রা.)-এর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর কাছে থাকে, এরপর হযরত উমর (রা.)-এর কাছে থাকে যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'লা তাকেও মৃত্যু দেন। এরপর হযরত হাফসা বিনতে উমর এর কাছে থাকে। পরবর্তীতে তার কাছ থেকেও, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত উসমান তা নিয়ে নিয়েছিলেন। (সহী আল বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, হাদীস-৪৬৭৯)

এই স্মৃতিচারণ অব্যাহত আছে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা পরবর্তীতে এই ধারা অব্যাহত থাকবে।

****

রিপোর্টের শেষাংশ...

ব্যক্তিত্বে এক আধ্যাত্মিক আকর্ষণীয় শক্তি অনুভব করেছি। আমি একথা জেনে আনন্দিত যে তাঁর সঙ্গে আমি সাক্ষাত লাভের সুযোগও পাব।

গ্যাবার থমাস নামে এক খৃষ্টান পাদ্রীও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি এই প্রথম জার্মানীর জলসায় অংশগ্রহণ করছেন। তিনি বলেন, জলসার ব্যবস্থাপনা অতি উন্নত মানের ছিল। শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ছিল, লোকেরা পরস্পরের সঙ্গে ভালবাসার আদান প্রদান করছিল। এই জিনিসটি আমাকে প্রভাবিত করেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া সর্বত্রই এমনটি হয়। আমাদের চরিত্র সব দেশেই একই। সর্বত্র লোকেরা ভালবাসা এবং সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে।

তিনি বলেন, হুযুর অতন্ত কোমল হৃদয় এবং আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব। তিনি বলেছেন মানবতাকে রক্ষা করতে শান্তি প্রতিষ্ঠা একান্ত জরুরী। আর ইসলাম হল শান্তির ধর্ম আর আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মোটো 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে' -এই সব বিষয়গুলি আমাকে প্রভাবিত করেছে।

হাঙ্গেরী থেকে সুরেশ চৌধরী নামে এক অতিথিও অংশগ্রহণ করেন, যিনি ভারতের বাসিন্দা এবং একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী। ইন্ডিয়ান হাঙ্গেরিয়ান প্যানোরামা ভিলেজ ক্লাব-এর সদর।

তিনি বলেন, আমি দ্বিতীয় বার জলসায় অংশগ্রহণ করছি। হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত হতেই তিনি আমাকে চিনে ফেলেন এবং বলেন আমরা এর আগেও আলাপ করেছি। আমি শুনে আশ্চর্য হয়েছি।

তিনি বলেন, হুযুরের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বে এক বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে যা অপরকে নিজেদের দিকে আকর্ষণ করে। এই কারণেই আমি হুযুরের প্রজ্ঞাপূর্ণ এবং চিত্তাকর্ষক বক্তব্য শোনার উদ্দেশ্যে আবারও জলসায় পৌঁছে গিয়েছি।

হাঙ্গেরির রবার্ট কোভাক্স সাহেব বলেন, আমি জলসার ব্যবস্থাপনা, আতিথেয়তা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। সারা জীবনে মুসলমানদের এত বড় আয়োজন দেখি নি। আমি হুযুরের প্রতি কৃতজ্ঞ যে তিনি আমাকে সাক্ষাতের সম্মানে ধন্য করেছেন। তাঁর ব্যক্তিত্বে ভীষণ আকর্ষণ রয়েছে।

উইলমার হারযোর্গ তার স্ত্রী মেলানী হারযোর্গ-এর সঙ্গে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের মূল বাসিন্দা, কিন্তু বাল্যকাল থেকেই জার্মানীতে থাকেন। হাঙ্গেরির মুবাল্লিগ ইনচার্জ সদাকত আহমদ ভট সাহেব তাঁর সম্পর্কে বলেন, জার্মানীর এক পরিবারের সঙ্গে ইন্টারনেটে তার যোগাযোগ রয়েছে। তাদেরকে জামাত সম্পর্কে অনেক কিছুই জানানো হয়েছে। এবছর আমি জার্মানীর জলসায় এলে তাদেরকেও জলসায় অংশগ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানাই। তারা স্বামী=স্ত্রী উভয়েই এসেছিলেন। জলসায় অংশগ্রহণের পূর্বে ইসলাম সম্পর্কে তাদের চিন্তাধারা খুব একটা ভাল ছিল না, এমনকি জলসাতেও অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাঁদেরকে আশ্বস্ত করা হলে জলসায় আসার জন্য তারা সম্মত হয়। আর জলসার তিন দিনই জলসায় অংশগ্রহণ করেন। (ক্রমশ....)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir